আছে কোনো
অভিযাত্রী?
শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম
আমীমুল ইহসান
অনূদিত

প্রকাশকের কথা

আছে কোনো উদ্যোগী?
আছে কোনো অভিযাত্রী?
কল্যাণের পথে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত...
দ্রুত পদক্ষেপে নিরন্তর এগিয়ে চলা...
আমরা বোধ-বিশ্বাসের ফাটলগুলো ভরাট করব,
বন্ধ করে দেবো অকল্যাণের যত দরোজা।
নিজেদের সংহত করব। নির্মাণ করব সমৃদ্ধ আগামী...
আছে কোনো উদ্যোগী?
আমরা কাজ করব দুর্বলদের নিয়ে, যারা পিছিয়ে পড়েছে
কাফেলা থেকে।
দিগন্তে এখনো আবছা দেখা যায় ছুটন্ত কাফেলার
বিলীয়মান দৃশ্য।
চলো, কোমর বেঁধে নামি। অতীতের প্রতিবিধান করি।
গুছিয়ে তুলি জীবনের এলোমেলো দিনগুলো...
আছে কোনো উদ্যোগী?...

প্রিয় পাঠক! ওপরের কথাগুলো আমার নয়, তুলে ধরলাম
বইয়ের পাতা থেকে।
আলহামদুলিল্লাহ, সত্যিই অসাধারণ! অতি চমৎকার এক
গ্রন্থ!
বইটি পড়ে রিভিউ লিখে অনুভূতি প্রকাশ করতে ভুলবেন
না কিন্তু!

- রফিকুল ইসলাম

আছে কোনো অভিযাত্রী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

প্রথম প্রকাশ
জিলহজ ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২৪ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের বিদগ্ধ গবেষক ও দায়ি শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তিনি বেশ সমাদৃত হয়েছেন। তাঁর দাওয়াহ ও আত্মশুদ্ধিমূলক বইগুলো ইতিমধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। উপকৃত হয়েছে হাজারো মানুষ। তাঁর লেখার বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক, অনুপম ভাষাভঙ্গি ও অপূর্ব রচনাশৈলী সহজেই রেখাপাত করে পাঠক-হৃদয়ে।

শাইখের রচনা মানে নতুন কিছু। '*আছে কোনো অভিযাত্রী?*' বইটির ক্ষেত্রে কথাটি আরও বেশি সত্য। এটি তাঁর অনবদ্য রচনা (هَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ) এর ছায়ানুবাদ। বাংলা ভাষায় এমন উদ্দীপনামূলক (Motivational) দ্বীনি বই নেই বললেই চলে। অসাধারণ সব দাওয়াহ-প্রকল্প, আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের রকমারি কর্মসূচি, দ্বীনের রঙে জীবনকে রঙিন করার গঠনমূলক পরিকল্পনা এবং কল্যাণের পথে উঠে আসার অভিনব সব আইডিয়াসহ ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের কল্যাণধর্মী নানান পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইতে।

শাইখের দায়িসুলভ মেধা ও প্রতিভার অদ্ভুত স্ফুরণ ঘটেছে বইটির পাতায় পাতায়। উম্মাহর কল্যাণ-ভাবনা তাকে কতটা পীড়িত করে তারও ঈষৎ আভাস পাওয়া যায় বইটিতে। সবচেয়ে বড় কথা, উম্মতের প্রতি তাঁর এই সুগভীর ভালোবাসা তিনি চারিয়ে দিতে চেয়েছেন তরুণ পাঠকদের হৃদয়ে—চেষ্টা করেছেন জাতির বৃহত্তর কল্যাণে তাদের নিয়োজিত করতে।

শাইখের ভূমিকা পড়েই আপনি বইটির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করবেন। প্রবেশিকাতে গেলে তো আপনি আর ফিরতেই পারবেন না। শাইখের চিত্তাকর্ষক গদ্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনা আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে বইয়ের ভেতরে। তারপর যেখান থেকেই পড়ুন, যে পৃষ্ঠাই পড়ুন আপনার ভালো লাগবে। একেবারে '*শেষের কথা*' পর্যন্ত না পড়ে থামার প্রবৃত্তি হবে না আপনার। পুরো বইটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে সাতাশটি অভিযাত্রা বা পর্বে।

প্রতিটি অভিযাত্রায় আপনি পাবেন এক বা একাধিক দাওয়াহ ও কল্যাণ-প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। সেই সঙ্গে শাইখের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হবে আপনার হৃদয়ে—উৎসাহের ঝড় তুলবে আপনার অনুভবে।

বইটি পড়তে পড়তে শাইখের অপূর্ব ভাষাশৈলী আপনাকে মোহিত করবে। একটি পুলকিত বিস্ময়বোধ তাড়া করে ফিরবে আপনাকে। আপনি অনুভব করবেন কল্যাণের বারিধারায় স্নাত হতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আপনার হৃদয়। অনেকগুলো কল্যাণ-প্রকল্পের একটি না একটি আপনার ভালো লেগে যাবেই।

সাতাশটি অভিযাত্রায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রকল্প আপনার চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। একই আদলে নিজের পরিবার, সমাজ, পরিবেশ ও সামর্থ্যের আলোকে বাস্তবক্ষেত্রে আপনিও খুঁজে পাবেন আরও অনেক প্রকল্প। দ্বীনি দায়িত্ববোধ ও লেখকের উৎসাহ আপনাকে পথপ্রদর্শন করবে নিত্য নতুন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে।

প্রিয় পাঠক! বইটি নিয়ে প্রয়োজনীয় সব কথা শাইখ ভূমিকাতে নিজেই বলেছেন। অনুবাদক হিসেবে আমি খানিক্ষণ আপনাদের সঙ্গে গল্প করে কাটানোর অধিকারটুকু আদায় করলাম মাত্র। আপনাদের আর বিরক্ত করব না। চলুন, প্রিয় শাইখের উদ্দীপনামূলক দরসে...

আমীমুল ইহসান

২৫/০৩/২০১৯ ইসায়ি

সূচি প ত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত—যিনি এই উম্মাহর কল্যাণকে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। দরুদ ও সালাম নাজিল হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর—যিনি মানবজাতির কাছে নিয়ে এসেছেন আসমানি পয়গাম, সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন নবুওয়তের গুরুদায়িত্ব, উম্মাহকে দেখিয়েছেন কল্যাণের পথ আর আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

আখিরাতের পথ যেমন দীর্ঘ তেমন বন্ধুর। তাই এ পথে চলতে গিয়ে মানুষকে পেয়ে বসে আলস্য, শৈথিল্য, অনীহা ও বিতৃষ্ণা...

এই বইতে আমরা জীবন-সফরের মূল্যবান কিছু নির্দেশনা ও কর্মপন্থার বিবরণ দিয়েছি, যা মুসাফিরকে সাহায্য করবে পথচলায় আর আরোহীকে জোগাবে সফর অব্যাহত রাখার প্রেরণা। পাঠক বিষয়গুলো কেবল শিখবে আর জেনে রাখবে কিংবা এর সুখপাঠ্য গদ্য ও বর্ণনাশৈলীর স্বাদ নেবে—শুধু এ জন্যই আমরা বইটি সংকলন করিনি। আর কেবল এটুকু যথেষ্টও নয়।

বরং আমরা বিষয়গুলো বিন্যস্ত করেছি পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে, অনুভূতিকে সচেতন করতে, কল্যাণকর্মে প্রেরণা জোগাতে আর পথচলা সহজ করতে।

এই বইয়ে সন্নিবেশিত মূল্যবান নির্দেশনাসমূহ যেন আখিরাতের স্তূপীকৃত পাথেয়। পাশে ঘোড়া থামিয়ে মুসাফির একটি একটি করে তুলে নেবে প্রয়োজনীয় রসদ। যাত্রাপথে যখনই তাকে শৈথিল্য পেয়ে বসবে কিংবা আলস্য হাতছানি দেবে—তখন বইটির পাতা উল্টালেই সে পেয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু, পূর্ণ হবে তার মনোবাঞ্ছা।

বেশি দূরে যেতে হবে না। আশা করি দুয়েক পাতা খুঁজতেই পেয়ে যাবে, যদি তার মনোবল দৃঢ় থাকে; হৃদয়ে যদি লালন করে ইসলামের সেবায় উৎসর্গিত

হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কিংবা আসমানের বিশালতায় তাওহিদের ঝান্ডা সমুন্নত দেখতে যদি সে ভালোবাসে; সর্বোপরি সে যদি তাওফিক, হিদায়াত, হিম্মত ও উদ্যমের নিয়ামত প্রাপ্ত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তাআলা কল্যাণের বারিধারায় আমাদের জীবনকেও সুশোভিত করুন। ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন আমাদের কথা ও কর্মে।

- আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম

প্রবেশিকা

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

হাঁ, আছে—অনেক আছে।

কিন্তু এই যাত্রা কীসের অভিমুখে?

এই যাত্রা জান্নাতের অভিমুখে—যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান!

দ্রুত পদক্ষেপে... দৃঢ় সংকল্পে... উদ্দীপ্ত হৃদয়ে...

এই যে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা বন্ধুর জীবনপথে, যে পথ গিয়ে মিশেছে আখিরাতের মহা সমাবেশে। তারপর আল্লাহর রহমতে ঠিকানা হবে সুখ, সমৃদ্ধি ও সুশোভিত উদ্যানরাজিতে...

কর্মমুখর এই উদ্যোগ মুছে দেবে সব অপূর্ণতা, ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে যত জড়িমা আর নতুন গতি সঞ্চার করবে অনন্তের পথে...

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

কল্যাণের পথে প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত...

দ্রুত পদক্ষেপে নিরন্তর এগিয়ে চলা...

আমরা বোধ-বিশ্বাসের ফাটলগুলো ভরাট করব, বন্ধ করে দেবো অকল্যাণের যত দরোজা।

নিজেদের সংহত করব। নির্মাণ করব সমৃদ্ধ আগামী...

আছে কোনো উদ্যোগী?

আমরা কাজ করব দুর্বলদের নিয়ে, যারা পিছিয়ে পড়েছে কাফেলা থেকে। দিগন্তে এখনো আবছা দেখা যায় ছুটন্ত কাফেলার বিলীয়মান দৃশ্য। চলো, কোমর বেঁধে নামি। অতীতের প্রতিবিধান করি। গুছিয়ে তুলি জীবনের এলোমেলো দিনগুলো...

আছে কোনো উদ্যোগী?

এটি উদ্যোগ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান। সাড়া দেয়ার কেউ কি আছে?

আহ্বান
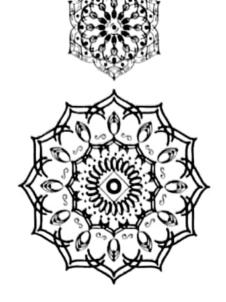
উম্মাহর যুবকদের প্রতি...

ইসলামের সন্তানদের প্রতি...

দাওয়াতের ঝান্ডাবাহীদের প্রতি...

তোমাদেরকেই নিতে হবে উদ্যোগ...

প্রথম অভিযাত্রা

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে কত সময় আমরা হেলায় নষ্ট করি। অর্থহীন গল্পগুজব ও হৈ হুল্লোড়ে হারিয়ে যায় কত মূল্যবান মুহূর্ত। জীবনের অলস প্রহরগুলো ক্রমশ মলিন করে তোলে আমাদের প্রত্যয়—আমাদের প্রত্যাশা। কর্মহীন ধূসর দিনগুলো গ্লানি ও ব্যর্থতার ছায়া ফেলে আগামীর প্রান্তরজুড়ে।

সময় বয়ে যায় তার আপন স্রোতে। দিন যায়, সপ্তাহ গড়ায়, মাস আসে। বছরগুলো হারিয়ে যায় কালের আবর্তে। কিন্তু কিছুই করা হয়ে ওঠে না আমাদের।

সকলের কথাই এসে মিলিত হয় একই মোহনায়। সবাই বলে, আমরা ব্যস্ত, কাজের ভিড়ে আমরা বিপর্যস্ত।

একে একে সমবেত হয় তুচ্ছ সব অজুহাত। স্বস্তিতে খুলে যায় কপালের ভাঁজগুলো। সকলেই খুঁজে নেয় আপন আপন দায় এড়ানোর আজগুবি যত ফন্দি। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে সবাই।

কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয় শক্তি ও সামর্থ্যের এক অবিচল পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে সামনে। অনেক বড় বড় কাজ সে করে ফেলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই। দুয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বিশাল বিশাল কয়েকটি প্রজেক্টের ছক এঁকে ফেলে। নিজেই কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে, নকশা বানায় এবং নিজেই বাস্তবায়ন করে। সুচারুরূপে সম্পাদন করে সবগুলো প্রকল্প।

কে সে? চিনতে পেরেছ তাকে?

সদ্য যৌবনে পা রাখা এক প্রত্যয়দীপ্ত তরুণ সে। অন্য দশজন যুবকের মতো তারও আছে চাকরি। আছে স্ত্রী, সন্তান ও মা-বাবাসহ অন্যান্য

পরিজন। আছে ব্যস্ততায় ভরা জীবন ও ভাবনাচ্ছন্ন চঞ্চল মন।

তাকে ভার্সিটিতে ছাত্রদের সময় দিতে হয়, ছুটতে হয় সন্তানের অসুস্থতায় কিংবা স্ত্রীর নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যায়। কখনো গাড়ি সারাতে যেতে হয় গ্যারেজে। সময়ের প্রয়োজনে আরও কত কিছুই না করতে হয় তাকে।

বাইরের সবকিছু আমাদের মতো হলেও তার আছে সমৃদ্ধ মনোজগৎ, যা আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা। হৃদয় যেন তার উদ্যমের সবুজ ফোয়ারা, যা জীবনপ্রান্তরে বইয়ে দেয় প্রত্যয় ও প্রত্যাশার সুনির্মল ঝরনাধারা। দ্বীনে ইসলামের খিদমতে সে কুরবান করতে চায় নিজেকে। এই মহান লক্ষ্যে সে যোগ দেয় বিভিন্ন দ্বীনি সংগঠন ও কল্যাণসংস্থায়।

উৎফুল্ল অবয়বে তার জেগে থাকে অফুরন্ত উদ্যম আর সীমাহীন কর্মপ্রেরণা। দেখলে মনে হয় পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত কোনো তরুণ বৃক্ষ কিংবা আসমানের ধূসর পটে ফুটে থাকা ঝলমলে কোনো তারাফুল। ছুটির দিনগুলো প্রায়ই তার কাটে বাইরে—বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততায়। দ্বীনের কল্যাণে তার রকমারি কর্মসূচিরও যেন শেষ নেই...

একবার আমাকে জানায় পিএইচডির থিসিস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে! আমার বুঝে আসে না, এত কাজ ও ব্যস্ততার ভিড়েও সে প্রতিদিন সকালে কীভাবে শাইখদের দরসে নিয়মিত হাজির হয়! কখনো মাগরিবের পরেও দেখা যায় তাকে। একবার আমাকে দরসে বসার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করে সে—আমি সময়স্বল্পতার অজুহাত দিয়ে আত্মরক্ষা করি। তখন সে আমাকে বলে, সে নাকি প্রতিদিন ফজরের পরও শাইখের দরসে উপস্থিত থাকে।

তার শীর্ণ দেহ ও দুর্বল গড়নের দিকে তাকিয়ে আমি মনে মনে বলি, 'তোমার মতো আর দশজন হলেই হতো—মুসলিম মেয়েরা তোমার মতো আর দশজন কর্মোদ্যমী তরুণ উপহার দিলেই যথেষ্ট হয়ে যেত...।'

এই উম্মাহর উলামা-মাশায়িখের কথা আমরা জানি। তাদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রতিটি মুহূর্তের নিখুঁত সদ্ব্যবহারের কথাও কারও অজানা নয়। কিন্তু এই যুবকটিকে দেখে আমি আশ্চর্য না হয়ে পারিনি—আমার ও তোমার বয়সের এক

তরুণ! কত বন্ধুর পথ মাড়িয়ে চলছে। নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে। দ্বীন ও দুনিয়া দুটোকেই গুছিয়ে নিচ্ছে শক্ত হাতে।

ভাই আমার!

অনেক অবহেলা করেছি আমরা। কাজ যা করেছি তা অতি সামান্যই। নেয়া হয়নি আজও সুগঠিত কোনো উদ্যোগ। এসো দাওয়াত ও জিহাদের সুবিস্তৃত অঙ্গনে। প্রবেশপথ উন্মুক্ত। পথ ও পদ্ধতিও অগণিত। তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা যা-ই হোক না কেন—সামর্থ্য অনুপাতে কর্মক্ষেত্রের কোনো অভাব নেই এখানে।

প্রত্যেকেই আমরা কাজে নেমে পড়ব—পূরণ করব কোনো না কোনো শূন্যস্থান। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৌভাগ্য ও কল্যাণ ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়বে একটি নদীতে। তারই স্রোতধারা সবেগে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি মানুষের কল্যাণপিপাসা নিবারণ করবে। দাওয়াত ও জিহাদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধির সম্মিলনে গড়ে উঠবে নতুন এক পৃথিবী।

অলস কর্মবিমুখ যুবকদের দেখে ব্যথিত হও। ইস! কত মূল্যবান সময়ই না তারা হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে! কত মূল্যবান জীবনেরই না অপচয় করছে! হারানো দিনগুলো কি আর কখনো ফিরে পাবে তারা...?

হে বন্ধু!

ঘুরে দাঁড়াও। কোমর বাঁধো। শামিল হও নতুন এক অভিযাত্রায়। যোগ দাও কল্যাণের মিছিলে। বেরিয়ে পড়ো আখিরাতগামী এই কাফেলার পিছু পিছু...

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

দ্বিতীয় অভিযাত্রা

দ্বীনের শাশ্বত পয়গাম ছড়িয়ে দেয়ার মহান মানসে সমবেত হয় একদল প্রত্যয়দীপ্ত তরুণ। অভিনব কোনো কল্যাণপ্রকল্পের গোড়াপত্তন করার উপায় খুঁজতে থাকে তারা। তারা এমন একটি কাজ শুরু করতে চায়, যার দ্বারা মুসলমানরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। সহসা একজনের মাথায় চমৎকার একটি আইডিয়া আসে। সে বলে, ‘চলো! যারা শখের বশে পত্রমিতালি করে, তাদের নিয়ে কাজ করি। একজন আশ্চর্য হয়ে বলে, ‘ওদের নিয়ে আমাদের কাজটা কী? প্রথমত, ওরা আমাদের সমাজের কেউ নয়। দ্বিতীয়ত, ওদের আর আমাদের মাঝে কত বিশাল দূরত্ব। এটি কীভাবে সম্ভব?’

প্রথম যে প্রস্তাবটি পেড়েছিল সে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলে, ‘ওই সব তরুণ-তরুণী মুসলিম মা-বাবার সন্তান। বাজে ও কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিনগুলোতে ওরা নিজেদের ছবি ও ঠিকানা পাঠায়। উদ্দেশ্য অন্যের সঙ্গে পত্রমিতালি করা। এভাবে নারী-পুরুষে কিংবা পুরুষে-পুরুষে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। ব্যাপারটি বড়ই দুঃখজনক—সময়ের নির্মম অপচয়, চারিত্রিক অধঃপতন আর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া এতে কিছুই অর্জিত হয় না।

ওদের বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এগুব—তবে একটু ভিন্নভাবে। আমরা পত্রমিতালি করব ওদেরকে দ্বীনের পথে তুলে আনার লক্ষ্যে। আমরা হাজির হব উত্তম কথা, কল্যাণকর নাসিহা ও উপকারী কিতাব নিয়ে।

তারা অলস সময় কাটাচ্ছে বসে বসে। এখন আমরা যা-ই পাঠাব সাদরে গ্রহণ করবে। আমাদের লাইব্রেরিতে ছোট ছোট যে পুস্তকগুলো পড়ে আছে, সেগুলো পাওয়ার জন্য ওরা উদগ্রীব হয়ে আছে। পড়ার জন্য ভালো কিছুই পাচ্ছে না ওরা।

কাজটি আমাদের জন্য একেবারেই সহজ। প্রত্যেকেই আমরা ম্যাগাজিনগুলো থেকে ওদের নাম-ঠিকানা টুকে নেব। আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে পত্র প্রেরণের কাজ।

যেই কথা সেই কাজ। পরবর্তী বৈঠকে তারা দায়িত্ব বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেয়। একজন প্রস্তাব দেয়—আমাদের প্রত্যেকেই চিঠি পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বেছে নেবে। এটিই ঠিক হয়। প্রাথমিকভাবে দশটি ঠিকানা নিয়ে কাজ শুরু করে তারা। চিঠির সঙ্গে উপহারস্বরূপ বইও পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। তিনটি করে বই পাঠাবে তারা—একটি আকিদা-বিষয়ক, দ্বিতীয়টি তাওবা ও সচ্চরিত্র-বিষয়ক এবং তৃতীয়টি জিকির ও দিন-রাতের আমল-বিষয়ক।

এক মাসও যায়নি—চিঠিগুলোর উত্তর আসতে শুরু করে। কল্যাণ, সৌভাগ্য ও প্রত্যাবর্তনের সুখবর বয়ে আনে প্রায় সবগুলো পত্রই। অনেক মানুষ তাদের হাতে তাওবা করে। দ্বীনের পথে উঠে আসে অনেক পথহারা যুবক।

তারা বিস্তর অনুপ্রাণিত হয় এই অভূতপূর্ব সাফল্যে। হৃদয়ে দানা বেঁধে ওঠে আরও বিস্তৃত পরিসরে দাওয়াতের কাজ করার পুষ্পিত বাসনা। এখন থেকে ব্যস্ত সময় কাটে তাদের। প্রতিটি বৈঠকেই তারা দাওয়াতের নতুন নতুন কর্মপন্থার ছক আঁকে। আপাতত তারা চিঠি প্রেরণের পরিসরটাকে আরও প্রসারিত করে।

কতিপয় আলিম ও দায়ি তাদের এই কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জেনে খুবই প্রভাবিত হন। যুবকদের উৎসাহিত করে তাঁরা বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! ওই বিভ্রান্ত তরুণরা পাপের পথ খুঁজে ফিরছিল। তোমরা কড়া নেড়েছ তাদের দরোজায়—তাদেরকে তুলে এনেছ দ্বীনের পথে। হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা! তোমাদের আল্লাহ রহম করুন।'

জনৈক প্রাজ্ঞ আলিম ও দায়ি একবার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঠানো যুবককের ফিরতি চিঠিগুলো দেখেন। তাওবা, হিদায়াত ও দ্বীনের পথে উঠে আসার মর্মস্পর্শী কাহিনী-সংবলিত পত্রগুলো যখন তাঁকে পড়ে শোনানো হয়, তিনি আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। মনের অজান্তেই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

তৃতীয় অভিযাত্রা

গভীর ভাবনায় ডুবে যায় মন। নিজের অজান্তেই সে বলে ওঠে—'আলহামদুলিল্লাহ'। জীবনের চারপাশে ছড়িয়ে আছে কত নিয়ামত! এসব কি আর গুনে শেষ করা যায়? প্রিয়তমা স্ত্রী, গোলাপ-কুঁড়ির মতো কচি শিশু আর তাদের সে কি প্রাণাভিরাম হাসি—ভাবতেই মনে হয়, শরতের শুভ্র মেঘের ন্যায় অপূর্ব এক প্রশান্তি হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

এত সুখ ও সমৃদ্ধির মাঝেও তার মনে হয়, ঘরের কোথাও যেন ঘাপটি মেরে আছে এক বিশাল শূন্যতা।

ভাবতে গিয়ে সহসা হৃদয়ের কোথাও যেন জ্বলে ওঠে এক ঝলক আলো—মায়া ও মমতায় জড়ানো এই ঘরোয়া আবহে অনেক বছর ধরে কোনো দ্বীনি বা ইলমি দরস হয় না...

অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নেয় সে। স্ত্রী ও সন্তানদের ডেকে বলে, 'সপ্তাহান্তে প্রতি বুধবার মাগরিবের পর এখানে দরস হবে। আমরা সবাই মিলে আমাদের লাইব্রেরি-রুমের প্রশস্ত পরিসরে এই দরসের আয়োজন করব।'

সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উদ্যোগটি আলোর মুখ দেখে। তার স্বপ্ন পূরণ হয়। যথাসময়ে লাইব্রেরি-রুমের ভাবগম্ভীর সুনসান আবহে অনুষ্ঠিত হয় দরস। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত থেকে পড়ে শোনায় সে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। সম্প্রীতি ও ভালোবাসার চাদরে জড়ানো ঘরটিতে এই দরস থেকেই সূচিত হয় বিভিন্ন দ্বীনি দরসের ধারাবাহিক পরম্পরা। ইমান ও ইসলামের আলোয় ঝলমল করে ওঠে প্রশান্ত পারিবারিক আবহ।

তার স্ত্রী অনেক খুশি হয়। সন্তানরা সপ্তাহের এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে। দরসের ভাবগম্ভীর পরিবেশে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় দরুদ শরিফের পবিত্র শব্দমালা—

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى محمد...

প্রিয়নবি ﷺ-এর সুমহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে সে বারবার বলে, 'আল্লাহ তাআলা সত্যিই বলেছেন—

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয় তুমি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"'[১]

এই আয়াতটি সে বারবার পড়তে থাকে। সেদিন রেডিওতে সে সুন্দর একটি হাদিস শোনে—

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِيْنَ وَاللهِ مَا قَالَ لِيْ أُفٍّ قَطُّ وَلَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا

আনাস রা. বলেন, 'আমি দশ বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। আল্লাহর কসম! তিনি কোনো দিন আমার প্রতি (বিরক্ত হয়ে) উফ শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। কখনো বলেননি—এটি কেন করেছ? কিংবা ওটা কেন করনি?'[২]

এই হাদিসটি শুনে সে বেশ অনুপ্রাণিত হয়। নীরবে সিদ্ধান্ত নেয় এসব বিষয়ে সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে—সচেষ্ট হবে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে। মনে মনে বলে, 'আমি বাড়ির চাকর-বাকরদের সঙ্গে নম্র আচরণ করব। তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেবো এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখব।'

আনাস রা.-এর হাদিসটি বারবার ঘুরপাক খায় তার মনে। সে বিড়বিড় করে বলে, 'দশ বছর! এত দীর্ঘ সময়!! কত মহান তিনি!!!'

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى محمد...

---

১. সুরা আল-কালাম, ৬৮ : ০৪।

২. সহিহু মুসলিম : ২৩০৯।

কে সে? চিনতে পেরেছ তাঁকে?

হ্যাঁ! ঠিক ধরেছ। আমরা কল্যাণের অভিযাত্রীর কথাই বলছি। জান্নাতের অভিমুখে ছুটে চলা এক প্রত্যয়দীপ্ত তরুণ সে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সে মহল্লার এতিমদের খোঁজখবর নেয়। তাদের মা'দের জিজ্ঞেস করে, 'ওরা মসজিদে যায় না কেন? কোথায় যায় ওরা?' মাদরাসায় গিয়ে দেখে আসে ওদের পড়াশোনার কী অবস্থা। ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মেশে। মহল্লার অন্যান্য ছেলেসহ ওদের নিয়ে আশপাশে কোথাও ঘুরে আসে। সঙ্গে থাকেন মসজিদের ইমাম সাহেব কিংবা হিফজ খানার কোনো শিক্ষক।

এতিমদের পরিবারের খোঁজখবর করতে সে ভুলে না। সাধ্যমতো সাহায্য করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। বাপহারা শিশুদের চোখের পানি মুছে দেয়। মাথায় বুলিয়ে দেয় স্নেহের হাত। প্রতিটি চুলের জন্য একটি করে সাওয়াব সে পাবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ، لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلّٰهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ، أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

'যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—যত চুল তার হাত স্পর্শ করবে প্রত্যেকটির জন্য সে সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি কোনো এতিম ছেলে বা মেয়ের প্রতি অনুগ্রহ করে, সে আর আমি জান্নাতে এভাবে থাকব—এই বলে তিনি নিজের তর্জনি ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে দেখান।'[৩]

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুযোগ করে বলে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার অন্তর খুবই পাষাণ। তিনি বলেন :

---

৩. মুসনাদু আহমাদ : ২২১৫৩। শাইখ শুআইব আরনাউত বলেন, হাদিসটির মান : সহিহ লি-গাইরিহি। তবে হাদিসটির প্রথম বাক্য দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ

'তুমি যদি তোমার অন্তরকে নরম করতে চাও, তবে মিসকিনদের খাবার দাও আর এতিমের মাথায় হাত বুলাও।'[৪]

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

একবার সে আমাকে বলে, 'তুমি বিষয়টিকে বিনোদনের মতো নিচ্ছ? তোমার যখন ভালো লাগবে কেবল তখনই যাবে, তাই না? গত একটি বছরে তুমি মাত্র দুটি দ্বীনি মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলে। তুমি কেবল মজা নিতে আসো—উপকৃত হওয়ার জন্য নয়। নইলে শুধু দুটি মজলিস কেন? এই দরস ও দ্বীনি আলোচনা রুহের খোরাক, যা মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে—কল্যাণের পথে অবিচল রাখে। তাই তোমার উচিত আলিমদের দরসগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থাকা। দৃঢ় মনোবল ও কঠিন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাও...'

একবার আমি তার সঙ্গে পূর্ণ এক সপ্তাহ সফর করি। পুরো সফরে সে কারও গিবত করেনি। কারও ব্যাপারে মন্দ কথা বলেনি। সফরের অভিজ্ঞতাকেও ছাড়িয়ে যায় এই বিস্ময়। তাকে দেখেই আমার এই বিশ্বাস জন্মে যে, সর্বক্ষণ জবানের হিফাজত করে—এমন সজাগ লোকও আছে! গিবত নেই, পরনিন্দা নেই—অদ্ভুত এক মানুষ সে...!

কত উত্তম সাথি সে—দেশে যেমন, প্রবাসেও।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

প্রতি মাসেই সে স্বল্প মূল্যে প্রচুর বয়ানের ক্যাসেট কেনে। সুযোগ পেলেই মানসম্মত বইও সংগ্রহ করে। তারপর বিভিন্ন উপলক্ষে সেগুলো প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করে।

সে কল্যাণকর কাজের ধারা চালু করে। এর সাওয়াব তো সে পাবেই—কিয়ামত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণ করে এই আমল করবে, তার সাওয়াবও পাবে।

---

৪. মুসনাদু আহমাদ : ৭৫৭৬। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। (ফাতহুল বারি : ১১/১৫৫)

সে সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কিতাবাদি পড়ার জন্য প্রতিদিন কিছু সময় বের করবে। কয়েক মাসও যায়নি—প্রতিদিনের সামান্য মুহূর্ত-কয়টির সমাবেশে তৈরি হয় দীর্ঘ সময়। এরই মধ্যে সালাফের কিতাবাদির সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার।

কত মানুষ এমন আছে যাদের ঘরে একটি মাত্র দ্বীনি কিতাবের দেখাও মেলে না!

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

মসজিদের ইমাম ও মুআজ্জিন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সে পাড়া-পড়শী ও মহল্লার যুবকদের খোঁজখবর নেয়। ধীরে ধীরে মহল্লাবাসীদের সম্পর্কে তার পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা হয়ে যায়।

একে উপদেশ দেয়, ওকে সাহায্য করে, তাকে পরামর্শ দেয়। কাউকে মাদরাসায় দিয়ে আসে। কারও জন্য পাত্রের সন্ধান করে।

প্রতি মাসে বিধবা ও এতিমদের পেছনে সাধ্যমতো ব্যয় করে। কখনো খাবার ও ওষুধ নিয়ে হাজির হয় তাদের দুয়ারে। কখনো সরাসরি মালিককে পরিশোধ করে দেয় তাদের বাড়িভাড়ার বকেয়া টাকা।

এক দ্বীনি মজলিসে জনৈক আলিম বলেন, 'বেশির ভাগ সময় যুবকরা পদস্খলনের শিকার হয় বাজে সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে। বিষয়টি আমি দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করেছি। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তরুণসমাজের বিপদগামী হওয়ার মৌলিক কারণ হলো অসৎ সঙ্গ।'

কিছুক্ষণ থেমে তিনি আবার বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আমি নিজের জন্য তো বটেই, আমার সন্তানদের জন্যও উত্তম সঙ্গী নির্বাচন করেছি। দীর্ঘদিন ধরে যাচাই-বাছাইয়ের পর তাদের সন্ধান মিলেছে। আল্লাহর রহমতে তারা সৎ ও পুণ্যবান!'

আশেপাশে একটু নজর বুলাও—দেখবে, মানুষ তার সহচরকেই অনুসরণ করে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

তার হিম্মতের ব্যাপ্তি ও ধৈর্যের দৈর্ঘ্য দেখে সবাই বিস্মিত হয়। দীর্ঘ মেহনতের পর সে পবিত্র কুরআন হিফজ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। সে তাদের বলে, 'তোমাদের স্মৃতিশক্তি আমাদের চেয়েও প্রখর; তোমরা আমার চেয়েও দ্রুত পাঠে সক্ষম; তোমাদের অবসর সময়ও তুলনামূলক বেশি। কিন্তু সাহস ও সংকল্পহীনতার কারণে তোমরা অনেক কল্যাণকর কাজে এগিয়ে আসতে পারো না।'

একটু থেমে সে আবার বলে, 'মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময়ই আমি সিদ্ধান্ত নিই—স্কুলজীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কুরআন হিফজও শেষ করব। আলহামদুলিল্লাহ! সেটি আমি করতে পেরেছি। সাত বছরে আমার হিফজ শেষ হয়। প্রতি বছরে মাত্র চার পারা—অর্থাৎ প্রতি তিন মাসে মাত্র এক পারা।'

এটি এমন কি কঠিন কাজ?

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

তাড়াতাড়ি মসজিদে হাজির হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে মুআজ্জিন সাহেব বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! প্রতি তিন দিনে আমি একবার কুরআন খতম করি।' মহল্লার যুবকরা শুনে ভীষণ অবাক হয়। বিস্ময়ভরা চোখে সবার একই প্রশ্ন—কীভাবে সম্ভব?

তিনি বলেন, 'আজান ও ইকামাতের মাঝখানে কম-বেশি প্রায় বিশ মিনিট সময় আমি হাতে পাই। এই সময়ে আমি প্রায় এক পারা তিলাওয়াত করে ফেলি। কখনো এক পারার চেয়ে সামান্য কম হয়—কখনো আবার বেশিও হয়। তবে তিন দিনে আমি একবার কুরআন খতম করি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি আবার বলেন, 'কখনো ভেবে দেখেছ, ইকামাতের সময় বা তারও পরে মসজিদে আসার ফলে কত সাওয়াব থেকে তোমরা বঞ্চিত হচ্ছ?'

একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে সবাই বলাবলি করে—'আমাদের যুবকরা কোন পথে? শিশুরাই বা কোথায়? তাদের না দেখা যায় মসজিদে, না কোনো

শাইখের দরসে! তাদেরকে কাদের সংসর্গে ছেড়ে দিচ্ছি আমরা? সমাজের বখে যাওয়া দুষ্টু বন্ধুদের সান্নিধ্যে?'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

কল্যাণের অভিযাত্রী যুবকটি মহল্লার তরুণদের বলে, 'চলো, প্রতি সপ্তাহে একটি ভ্রমণের আয়োজন করি। ভালো ভালো বন্ধুরা থাকবে। সবাই মিলে আনন্দ করব। চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষণীয় একটি আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে ভ্রমণের।'

এভাবে বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজনের মধ্য দিয়ে যুবকদের ভালো সাহচর্যের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে সে। যাতে তারা কোনোভাবে কুসঙ্গে পড়ে না যায়। আজকে যারা তরুণ, তারাই তো আগামী দিনের পরিবারের কর্ণধার...।

হজের মৌসুম কড়া নাড়ছে দরোজায়। এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আব্দুল্লাহ! এবার হজ করতে কার সঙ্গে যাচ্ছ?'

সে বলে, 'এবার সোমালিয়ান হাজিদের কুরবানি-প্রকল্প তদারকির দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। ওই দেশের লোকেরা তুলনামূলক গরিব। কুরবানিতে ওদের সার্বিক সহায়তা করাই আমাদের লক্ষ্য।'

একই প্রশ্ন করা হয় আরেক অভিযাত্রীকে। সে বলে, 'আমি এবার হজে যাব একটি দাতব্য সংস্থার সঙ্গে। তারা হাজিদের মাঝে খাবার ও পানীয় বিতরণ করে থাকে। আমি তাদের সঙ্গে কাজ করব।'

এরা উম্মতের আদর্শ যুবকদের উজ্জ্বল নমুনা!

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

এক যুবক দুনিয়াবি চাকরি খুঁজে ফিরছিল। জনৈক কল্যাণকামী শাইখ তাকে ডেকে বলেন, 'তুমি শিক্ষকতা করো। মাত্র চল্লিশ জন ছাত্র হলেই চলবে, যারা মনোযোগ সহকারে প্রতিটি দরস শুনবে। তাদের মানসভূমিতে তুমি

মূল্যবোধের বীজ বপন করবে। বিশুদ্ধ ইলম, আমলের প্রেরণা, আল্লাহর আনুগত্য ও ভালোবাসায় সমৃদ্ধ করে তুলবে তাদের মনোজগৎ।

এটিই সুবর্ণ সুযোগ! আর কখন পাবে তুমি এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্য করে গড়ে তোলার অনুকূল সময়?'

শিক্ষা হলো জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, মসজিদে যেসব দরিদ্র লোক সালাত আদায় করতে আসে, তাদের সহায়তা করবে। বিশেষ করে দূর দেশের কোনো মুসাফির এলে তার প্রয়োজন পূর্ণ করবে। যথারীতি সে সবার দিকে খেয়াল রাখে—তার কী প্রয়োজন? কী সমস্যা? কারও আত্মীয়ের বাসা খুঁজে দেয়। কোনো প্রবাসীর সঙ্গে কফিলের মতবিরোধ মিটমাট করে দেয়। কেউ ছোট্ট একটি গাড়ি কিনতে চায়, তাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। কারও ছোট্ট শিশুটিকে নিকটস্থ মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসে...।

স্ত্রীকে বলে, 'ওরা আমার মুসলিম ভাই। আমার সঙ্গে একই মসজিদে সালাত আদায় করে। ওদের প্রবাসজীবনের এই কষ্টে আমরা সান্ত্বনা দেবো। আমাদের নিবিড় অন্তরঙ্গতা দিয়ে ওদের নিঃসঙ্গতা দূর করে দেবো। চলো, আগামীকাল ওদেরকে বাসায় দাওয়াত করি। আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খাবে। ওদের স্ত্রীরাও আসবে।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

বিশাল আবাসিক এলাকাটির মেইন গেইটের দারোয়ানকে গিয়ে সে বলে, 'ফটকের পাশে দ্বীনি কিতাবাদি ও বয়ানের ক্যাসেট রাখার জন্য আমি একটি ছোট্ট আলমারি বসাতে চাই।' সেও একবাক্যে রাজি হয়। তার সহায়তায় এলাকার প্রবেশমুখে দর্শনীয় একটি স্থানে কাষ্ঠনির্মিত চমৎকার আলমারিটি রাখা হয়। ওপরে কাঠের ফলকে জ্বলজ্বল করে—***"আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।"***

অল্প সময়ের মধ্যে উদ্যোগটি ব্যাপক সাড়া ফেলে। এলাকার অনেকেই উপকৃত হয় এখান থেকে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

একদিন মহল্লার তরুণরা খবর পায়, তাদের মসজিদের জনৈক প্রবাসী মুসল্লি আপন দেশে ফিরে যাচ্ছেন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক কথা হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, বিদায়ের সময় মহল্লার মসজিদের দীর্ঘদিনের এই মুসল্লিকে একটি হাদিয়া দেবে।

সলা-পরামর্শ করে তারা একজনকে সালাফের বেশকিছু নির্বাচিত কিতাব এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেয়। হাদিয়াগুলোকে তারা চমৎকার একটি ব্যাগে ভরে রাখে, যাতে সহজে বহন করা যায়।

বিদায়কালে তারা ঘটা করে উপহারের ব্যাগটি তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'এটি স্বর্ণের চেয়েও দামি। এখানে আছে আকিদা, তাফসির ও ফিকহের মহামূল্যবান কিতাব। এই পরিমাণ ইলম আপনার গ্রামবাসীর জন্য যথেষ্ট হবে।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সেদিন এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে সে বিশাল এক গণজমায়েতের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হলরুমে তাদের প্রবেশ করতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সমবেত জনতা। যুবকটির অবয়বেও চিকচিক করছে আনন্দের দীপ্তি।

সবার সামনে দাঁড়িয়ে সে উঁচু আওয়াজে বলে, 'সালাম করুন আপনাদের নতুন ভাই আব্দুল্লাহকে।' সবাই উচ্চস্বরে তাকে সালাম দেয়। সম্মিলিত কণ্ঠে গমগম করে ওঠে পুরো হলরুম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে আবার বলে, 'উনি ফ্রান্সের নাগরিক। আজই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আজকেই তিনি জীবনের প্রথম সালাত আদায় করেছেন—মাগরিবের সালাত।'

সবাই তার জন্য দোয়া করে—আল্লাহ যেন তাকে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল রাখেন। জমায়েত থেকে একজন জিজ্ঞেস করে—ভাই আব্দুল্লাহ মুসলমান হলেন কীভাবে?

সে উত্তর দেয়, 'বিগত তিন মাস ধরে আমি নিয়মিত তার সঙ্গে আলোচনা করতাম। আমাদের দীর্ঘ বৈঠক হতো। দ্বীনের বিষয়গুলো এক এক করে তাকে আমি বোঝাতাম। ধীরে ধীরে আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন। আব্দুল্লাহ ভাইয়ের মতো এরূপ আরও অনেকেই হিদায়াতের পথে আছেন।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সে নিজেকে উৎসর্গ করে মুসলমানদের কল্যাণে। তার সব হিম্মত, সামর্থ্য ও সামাজিক অবস্থান কাজে লাগিয়ে সবাইকে সাধ্যমতো সাহায্য করে। অনেকে চুপিচুপি পারিবারিক সমস্যার কথা বলতে আসে—সমাধান জানতে চায়। সে বড়ই প্রজ্ঞাবান—প্রবৃত্তি ও আবেগের ওপর সে শরিয়তকে প্রাধান্য দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধের মীমাংসা করতে কিংবা ছেলের বাবার সাথে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ঝগড়াঝাঁটি থামাতে সে বারবার ছোটাছুটি করে।

কোথায় তুমি—হে অভিযাত্রী?

চতুর্থ অভিযাত্রা

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আক্ষেপভরা কণ্ঠে সে বলে, 'আহা! আমার আর্থিক অবস্থা যদি ভালো থাকত; পরিবেশ ও পরিস্থিতি যদি অনুকূলে থাকত! সারাক্ষণ আমায় তাড়িয়ে বেড়ায় হৃদয়ে লালিত সেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। বুকজুড়ে দাপাদাপি করে ভাবনার বল্গাহীন অশ্বরাজি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কেটে যায় দীর্ঘ রাত।'

ইস! রাশিয়ার মজলুম মুসলিম ভাই-বোনদের যদি একনজর দেখতে পারতাম!!!

ইমাম বুখারির দেশ।

ইমাম মুসলিমের দেশ।

আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন।

ইতিহাসখ্যাত সেই বুখারা। সমরকন্দ। তাসকন্দ।

তার পাশের বন্ধুটি বলে—

- তোমাকে কষ্ট করতে হচ্ছে না। পাড়ি দিতে হচ্ছে না বন্ধুর পথ। তারা তো তোমার কাছেই আছে...

- কোথায়?

- হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে তারা তোমার কাছে আসে। দুচোখে তাদের ঝিকিয়ে ওঠে সুদূরের স্বপ্ন। অন্তরজুড়ে খেলা করে নতুন প্রত্যাশা। সুখকর কিছু শোনার প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে তারা।

- কী বলছ এসব?

- হাঁ রে ভাই! প্রতি বছর হজের মৌসুমে তারা এখানে আসে। কিন্তু তুমি তাদের জন্য কী খিদমত পেশ করেছ—হে স্বপ্নচারী? কেবল অলীক কল্পনা আর মিছে স্বপ্নই যেন তোমার একমাত্র পুঁজি না হয়...।

পঞ্চম অভিযাত্রা

মাদরাসা ছুটি হতেই আলোচনায় বসে সবাই—দীর্ঘ এই ছুটি কীভাবে কাটানো যায়? সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এক মাসের জন্য সফরে বের হবে।

এতে গৎবাঁধা জীবনের বিরক্তিকর ব্যস্ততা থেকে যেমন মুক্তি মিলবে, তেমনই অর্জিত হবে দেশ-বিদেশের রকমারি অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে বড় কথা তারা বের হবে দাওয়াতের মহান মিশন নিয়ে...

ইলমের বিচারে সবাই সমান স্তরের নয়। তবে যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের তার বক্তব্য হচ্ছে—'আমি মানুষকে সালাতের শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসমূহ শেখাব। ছোট ছোট সুরাগুলো তাদের বারবার পড়ে শোনাব, যাতে তারা অনায়াসে মুখস্থ করে নিতে পারে।'

বেরিয়ে পড়ে কাফেলা। ইমান ও প্রশান্তির ছায়া যেন তাদের ঘিরে রাখে। তাদের গন্তব্য গ্রামাঞ্চল ও মফস্বল এলাকা। পথিমধ্যে বেশ কয়েকটি শহর পড়ে। ইতিপূর্বে এই শহরগুলো কারও দেখা হয়নি। তারা সেখানকার উলামা-মাশায়িখের সঙ্গে মুলাকাত করে। সবার একই লক্ষ্য—'সময়কে কাজে লাগানো, মুসলমানদের কল্যাণ সাধন এবং আল্লাহর পথে আহ্বান।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, বিস্তীর্ণ সমভূমি, সবুজ উপত্যকা—সবকিছু মাড়িয়ে তারা এগিয়ে চলে। যেখানেই যায় স্থানীয় শাইখদের কাছ থেকে উপকৃত হয়। নতুন অঞ্চলের নতুন আবহে অপূর্ব উদ্যমে চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের মন। কর্মব্যস্ত জীবনের ধূসর নির্জীবতা ঝেড়ে ফেলে মুক্ত জীবনের সজীবতায় মেতে ওঠে তারা। এতদিনের আহরিত দ্বীনি ইলমগুলো হকদারের কাছে পৌঁছে দিয়ে তারা যেন খানিকটা ভারমুক্ত হয়।

যে অঞ্চলেই তারা অবস্থান করে স্থানীয় মসজিদগুলোতে আপন আপন দায়িত্ব নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ দ্বীনি আলোচনা করে, কেউ দরসের আয়োজন করে, কেউ জুমআর খুতবা দেয়, আবার কেউ ফতোয়া প্রদান করে।

অজ্ঞতার অন্ধকার ও বিদআতের ব্যাপক প্রসার দেখে তারা খুবই ব্যথিত হয়। তারা মনে মনে বলে, 'প্রতিটি ছুটি আমাদের এসব অঞ্চলে কাটানো উচিত।'

ওরা কল্যাণের অভিযাত্রী—দাওয়াতের কাফেলা। যার কাছে ইলম আছে, একটি আয়াত হলেও, এমন সফরে তাকে বেরুতে হবেই...

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً

'আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও—একটি আয়াত হলেও।'[৫]

কোথায় উম্মতে মুহাম্মাদির উদ্যোগী তরুণরা?

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

ষষ্ঠ অভিযাত্রা

কল্যাণের অভিযাত্রী উত্তম ব্যবহার ও মার্জিত আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে নিজেকে গড়ে তোলে একজন দায়ি হিসেবে। চিন্তার স্বচ্ছতায়, চরিত্রের পবিত্রতায় আর লেনদেনের সততায় সে সবার পরিচিত মুখ। তার হাত ধরে হিদায়াত লাভ করে অনেকেই।

তার কথা শুনে, সাহচর্যে থেকে, তার চিন্তা-ভাবনার সংস্পর্শে এসে বদলে যায় কত মানুষের জীবন! কত মানুষ উঠে আসে আলোর পথে! সুন্দর হয়ে ওঠে কত মানুষের পথচলা!

কোমল হৃদয়ের এক দায়ি সে। সহজেই কাছে টানতে পারে যে কাউকে। অকৃত্রিম ব্যবহার ও সরল আচরণে সে খুঁজে নেয় দিশেহারা হৃদয়ের প্রবেশপথ। অল্প কথায় সে স্পর্শ করে শ্রোতাদের মন।

মানুষের ভুল-ত্রুটি সে ক্ষমা করে দেয় নির্দ্বিধায়। নীরবে সহ্য করে তাদের দুর্ব্যবহার।

হৃদয়ের অন্তহীন উদারতা আর ব্যবহারের সরলতা অবশেষে তাকে পৌঁছে দেয় সাফল্যের দোরগোড়ায়। হিদায়াতের আলোতে উদ্ভাসিত হয় তার সাহচর্যধন্য মানুষগুলো। প্রশান্তিতে ভরে যায় তার অন্তর। একজন মানুষের হিদায়াত লাভ করা তার জন্য লাল বর্ণের উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম।[৬]

---

৬. খাইবার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলি রা.-এর হাতে ঝান্ডা তুলে দিয়ে নসিহত করার একপর্যায়ে বলেন : فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা যদি তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের উটের চেয়েও উত্তম।' (সহিহুল বুখারি : ৩০০৯) উল্লেখ্য যে আরবদের কাছে লাল বর্ণের উট অনেক মূল্যবান সম্পদ।—অনুবাদক।

সে কখনো নিজের ভুলের পক্ষে সাফাই গায় না। কারও থেকে প্রতিশোধও নেয় না। রাগান্বিত হয় না মূর্খ লোকদের অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণে। বরং মানুষের অসংগত আচরণগুলোর পথ ধরেই সে হৃদয়ে প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজে নেয়। অবশেষে তারা আল্লাহর বাণী ও প্রিয়নবির সুন্নাহর আলোচনা শোনার জন্য মাথা নুয়ে দেয়। অন্তর থেকে বের হওয়া কথা অন্তরে গিয়েই আঘাত করে।

তার সান্নিধ্যে থেকে হিদায়াত লাভ করেছে এমন এক যুবক কয়েক বছর পর এসে তাকে বলে, 'আপনার ধৈর্য ও সহনশীলতার কথা আমি কখনো ভুলতে পারব না। প্রথম সাক্ষাতেই আমার অসংলগ্ন আচরণগুলো যেভাবে আপনি নির্দ্বিধায় সহ্য করেছেন! গতকাল বিকেলে নিজের বাড়াবাড়িগুলো স্মরণ করে নিজেই লজ্জিত হয়েছি...'

উত্তরে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে তরুণ দায়ি বলে, 'চলো, কেমন ছিল নববি তরবিয়ত, তার একটি নমুনা দেখে আসি... স্বচ্ছন্দে অসংলগ্ন কাজ করা এক বেদুইনের সঙ্গে তিনি কেমন আচরণ করেছিলেন?

আনাস রা. বলেন, "একবার জনৈক গ্রাম্য লোক এসে মসজিদে নববির ভেতরে একপাশে প্রস্রাব করতে বসে। সাহাবিরা তাকে ধমক দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের থামিয়ে দেন। তার প্রস্রাব করা শেষ হলে তিনি প্রস্রাবের ওপর পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দেন।"'

আমি তাকে বলি, 'আমাদের অনেকেই এই বেদুইনের তুলনায় তুচ্ছ ভুল করেও বেশ রূঢ়তা ও বাজে মন্তব্যের শিকার হয়।'

নতুন কিছু উপলব্ধি করার ভঙ্গি করে সে বলে, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সকল কাজে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁর আচার-ব্যবহার থেকেই আমাদের শিখতে হবে দাওয়াতের পদ্ধতি।'

কুরআন কত সুন্দরই না বলেছে—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

'আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিনচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।'[৭]

দাওয়াহর ময়দানে কাজ করতে হলে প্রয়োজন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মতো মহৎ গুণাবলি।

যে ব্যক্তিই আল্লাহকে রব বলে বিশ্বাস করে, ইসলামকে সত্য দ্বীন হিসেবে মেনে নেয় এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসুল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, নিঃসন্দেহে সে একজন দায়ি; সর্বত্র ও সর্বদা সে দাওয়াতের কর্মী। পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি দাওয়াতের যে ঋণ, তা অবশ্যই তাকে শোধ করতে হবে।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

সপ্তম অভিযাত্রা

আইয়ামে বিজ,[৮] আশুরা ও আরাফার দিনের সাওম কজনেই বা পালন করে। অথচ কল্যাণের এই দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত! আছে কোনো উদ্যোগী?

সালাতুত দুহা বা চাশতের নামাজ আদায় করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগে না। সে জানে, ফজরের সালাত থেকে জোহরের সালাত পর্যন্ত মানুষ খুবই কর্মব্যস্ত সময় পার করে। এই দীর্ঘ সময়ে কদাচিৎ আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয়—এখন থেকে নিয়মিত সালাতুত দুহা আদায় করবে। কিছুদিন চেষ্টা করে সে সফল হয়। ধীরে ধীরে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে অজু না করে ঘর থেকে বের হয় না। বিপুল সাওয়াবের এই আমলের প্রতি সে খুবই যত্নবান। ফলে সে যথাসময়ে সালাতে উপস্থিত হতে পারে। অজু করতে গিয়ে জামাআতে শরিক হতে দেরি হয় না।

বিয়ের পর থেকেই দেখেছি, তিনি ফজরের সালাত আদায় করে মসজিদে বসতে ভুলেন না। সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। তারপর দুই রাকআত নফল সালাত আদায় করে বাসায় ফিরেন।[৯]

তাকে দেখে অবাক না হয়ে পারি না। আমাদের মতোই এক যুবক সে। আসলে তাওফিকপ্রাপ্ত ভাগ্যবান মানুষ খুব কমই হয়।

একবার সে চিন্তা করে দেখে, তার অনেকগুলো সময় বেহুদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—কোনো কাজেই লাগছে না। এ ব্যাপারে সে এক শাইখের সঙ্গে পরামর্শ করে। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আসরের সালাতের পর বিশ মিনিট মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াত কোরো।' যথারীতি সে আমল শুরু

---

৮. প্রতি হিজরি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে 'আইয়ামে বিজ' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ এই তিন দিন রোজা রাখতেন।—অনুবাদক।

৯. এটিকে ইশরাকের সালাত বলা হয়।

করে। অনর্থক নষ্ট হতে থাকা সময় এবার মূল্যবান হয়ে ওঠে। বরং সেই সময়টুকুই হয়ে ওঠে দিনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

সেদিন এক বোনের মুখে শুনি, তার ভাই ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করে। আমি খুব আশ্চর্য হই। আফসোস! কত দিন কত রাত কেটে যায়—অথচ কুরআন ছুঁয়েও দেখা হয় না আমার।

এই একপারা তিলাওয়াত তার জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। দূরে কোথাও সফরে গেলে কিংবা কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে গেলেও সে এই আমল ছাড়ে না।

কারও বিয়ে বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের দাওয়াত পেলেই সে আয়োজকের সঙ্গে ফোনে কথা বলে। জিজ্ঞেস করে—'অতিথিদের মাঝে দ্বীনি বই ও ক্যাসেট বিতরণের কোনো কর্মসূচি আছে কি না।' তারপর নিজেই এই দায়িত্ব নিয়ে নেয়। গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বই ও বয়ানের ক্যাসেট বাছাই করে দৃষ্টিনন্দন মোড়কে প্যাক করে অতিথিদের উপহার দেয়।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

এক লোক তার বন্ধুকে বলে—'আমার কাছে অনেক অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ইসলামি বই ও বয়ানের ক্যাসেট আছে। বুঝতে পারছি না সেগুলো নিয়ে কী করব—কোথাও ফেলে দেবো, না পুড়ে ফেলব। ইসলামি ম্যাগাজিন এত বেশি জমে গেছে যে, আমার লাইব্রেরির এক বিশাল অংশ দখল করে আছে।'

বন্ধু বেশ অভিজ্ঞ। সে বলে, 'তোমাদের এলাকায় চুল কাটার সেলুন ও সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা সব মিলিয়ে কত হবে? তারা তোমার এই ম্যাগাজিন ও বই পেলে অনেক খুশি হবে। তুমি তাদের কাছে থাকা ম্যাগাজিনগুলো বদলে দাও।'

এই পুণ্যকর্ম চাইলে আমরা যে কেউ করতে পারি। হাসপাতাল, সেলুন, হোটেলের লবি ইত্যাদিতে নিয়মিত ইসলামি ম্যাগাজিন সরবরাহ করতে পারি।

আছে কোনো উদ্যোগী?

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

অনেকে তুচ্ছ বিলাসিতায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে—অথচ কত দিন হয়ে গেল তাদের ঘরে একটি দ্বীনি কিতাবও প্রবেশ করেনি। দৈনিক পত্রিকা আর ম্যাগাজিন কিনে তারা যে পরিমাণ টাকা খরচ করে, তা রীতিমতো চমকে ওঠার মতো।

কিছু লোক এমন আছে যারা অনেক দিন থেকে দ্বীনি পত্রিকা ছাড়া কিছুই দেখেনি। ইসলামি ম্যাগাজিন ছাড়া আর কিছুই সংগ্রহ করেনি। কই তাদের জ্ঞানে তো কোনোরূপ কমতি হয়নি!

কিছু লোক এমন আছে যাদের দ্বীনি ইলম ধীরে ধীরে কমছে। আগে যা জানত, তাও হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। অথচ দ্বীনি ইলম অর্জনের কোনো পরিকল্পনাই তার নেই ।

দীর্ঘ দশ বছর কেটে যায়, অথচ তার কিছুই শেখা হয়ে ওঠেনি। মুখস্থ হয়নি কোনো আয়াত বা হাদিস। কোনো দিন বসেনি কোনো ইলমি আলোচনায়। মানুষের হিম্মত ও সংকল্প যে কত বাজে হতে পারে—এটিই তার প্রমাণ...

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

কতিপয় তরুণ মিলে শখের সফরে বের হয়। বেড়াতে গেলেও এই কর্মহীন সময় ও সুযোগগুলো থেকেও তারা উপকৃত হয়। তারা বিভিন্ন মসজিদে দ্বীনি আলোচনা করে। বিভিন্ন লোক সমাগমে বক্তব্য দেয়। বের হওয়ার সময় তারা সঙ্গে করে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ নিয়ে যায়।

বাজার-নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা[১০] সমবেত একদল যুবককে বলেন, 'তোমাদের সময় অত্যন্ত মূল্যবান। বাজারে গিয়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের

---

১০. আরবদেশে বাজারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত কর্মীদের বলা হয় (المحتسب) বা বাজার-নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা। অনেক সময় তারা সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। আবার অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও এই দায়িত্ব পালন করে। তাদের কাজ হলো বাজারে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বন্ধকরণ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, অবৈধ পণ্যের বিক্রয় বন্ধকরণ, অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান, যেকোনো ধরনের ইসলাম-বিরোধী আকিদা-বিশ্বাসের প্রচার বন্ধকরণ ইত্যাদি।—অনুবাদক।

জন্য তোমরা সপ্তাহে অন্তত একটি ঘণ্টা কেন নির্ধারণ করছ না? সাওয়াবের নিয়তে তোমরাও শরিক হও এই পুণ্যকর্মে। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক উদ্যমী তরুণ, যে কি না কলেজের শরিয়া বিভাগের অধ্যাপক, জবাব দেয়—ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আপনি আমাদের পাশে পাবেন; প্রতি জুমআ বার রাতে আমরা বের হব। আমরা অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে লোকদের কল্যাণের পথে ডাকব।

প্রিয়নবির উম্মতের প্রতি নিখাদ ভালোবাসায় ভরে আছে আমাদের হৃদয়।

আমরা তাদের মনে করিয়ে দেবো বিস্মৃত সোনালি অতীত।

সচেতন করব যাবতীয় গোমরাহি থেকে।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

অষ্টম অভিযাত্রা

কল্যাণের অভিযাত্রী ঘরের সকল শিশু-কিশোরের জন্য একটি করে দানবাক্স নিয়ে আসে। সিকি, আধুলি, খুচরো টাকা যে যা পারে সেখানে সঞ্চয় করবে।

ছয় মাস যেতেই দেখা যায় প্রতিটি শিশু প্রায় ১২০০ টাকা করে জমিয়ে ফেলেছে। এগুলো গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করা হয়। সামান্য প্রচেষ্টা—নিখরচায় ফলপ্রসূ উদ্যোগ।

এই অর্থগুলো যদি সঞ্চয় করা না হতো, তবে সেগুলো হারিয়ে যেত বা নষ্ট হয়ে যেত কিংবা অপাত্রে ব্যয় হতো।

এ যেন কল্যাণের ফোঁটা ফোঁটা জল—যার সম্মিলিত প্রবাহ রূপ নেয় জলধারায়। তারপর বহু জলধারা মিশে তৈরি হয় জলপ্রপাতের। কল্যাণের এই ঝরনাধারা উম্মতের পিপাসা নিবারণে পালন করে এক বিস্ময়কর ভূমিকা। আর্তমানবতার সেবা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধার্তের অন্নসংস্থান, আকিদা ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষাদানসহ মুসলমানদের বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত হয় এই উদ্যোগ।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

কল্যাণের অভিযাত্রী গাড়িতে অনেক বই-পুস্তক ও লিফলেট রাখে। কিছু মুসলমানদের জন্য এবং কিছু অমুসলমানদের জন্য। সে কয়েকটি ভাষা বেছে নেয়। তার কাজ সামান্যই—বিভিন্ন দাওয়াতি মিশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় বইপত্রগুলো সংগ্রহ করা।

যখনই কোনো ফিলিং স্টেশনে তার গাড়ি থামে, মুসলিম না কাফির শনাক্ত করতে সে সবার নাম জিজ্ঞেস করে। তাদের মাতৃভাষা কী, তাও জেনে নেয়। তারপর তাদের হাতে তুলে দেয় কল্যাণসামগ্রী।

কোনো বিপণন কেন্দ্র বা দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে তাদের হাতে তুলে দেয় উপহার...

চুল কাটার সেলুন, শ্রমিকদের জটলা—কিছুই বাদ দেয় না সে। সবখানেই তার অবাধ গতায়াত...

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

একবার সে বন্ধুদের নিয়ে মরু অঞ্চলে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। গাড়িতে সে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী বইয়ের প্যাকেটগুলোও নিয়ে নেয়। সযত্নে নিজের পাশে রাখে।

এক বন্ধু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, 'আমরা যাচ্ছি মরু অঞ্চলে। সেখানে না আছে ঘাস, না আছে পানি। এই বইগুলো দেয়ার জন্য তুমি মানুষ কোথায় পাবে?'

বইগুলো শক্ত করে ধরে সে বলে, 'কাউকে না পেলে ফেরত নিয়ে আসব। কোনো সমস্যা তো নেই! জায়গা ফাঁকা আছে। সুপরিসর গাড়ি।'

আমরা যখন ওখানে পৌঁছাব সূর্য থাকবে মধ্যাকাশে। মরীচিকা ছাড়া তুমি সেখানে কিছুই দেখবে না।

চলার পথে নির্জন মরুপ্রান্তরে এক উটের রাখালের দেখা পায় তারা। সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—'আলহামদুলিল্লাহ। বই কই? কোন ভাষায় কথা বলে দেখো। তার উপযোগী বইগুলো তাকে দিয়ে দাও।'

তারা প্রচুর ফল-ফলাদি ও ঠান্ডা জুস নিয়ে এসেছিল। তাকে কিছু ফল উপহার দেয় এবং জুস পান করায়। পরিশেষে সবাই মিলে দোয়া করে তার হিদায়াতের জন্য।

কখনো হাসপাতালে গেলেই সে সঙ্গে করে কিছু বই নিয়ে যায়। ওয়েটিং রুমে রেখে আসে। তার স্ত্রীর হাতেও থাকে বই। সে রাখে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ওয়েটিং রুমে।

স্বামীকে নিয়ে জনৈক মহিলা ডাক্তারের চেম্বারে প্রবেশ করে। তাকে মহিলাদের মাসায়িল-সম্পর্কিত ফতোয়ার একটি সংকলন উপহার দেয়। মনে মনে লজ্জিত হয়—'হিজাব ও পর্দা-সম্পর্কিত একটি বইও আনা দরকার ছিল।'

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

নবম অভিযাত্রা

কল্যাণের অভিযাত্রী একাধিক অনুষ্ঠান ও জনসমাগমে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে সফল হয়। এর অকল্পনীয় প্রভাব দেখে বিস্মিত হয় সে নিজেও। সিদ্ধান্ত নেয় এই কাজটি সে চালিয়ে যাবে। যেকোনো দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে সে একটি বই নিয়ে যায়। যখনই দেখে গিবত ও বেহুদা আড্ডায় মজলিস সরগরম হয়ে উঠেছে, তখন বইটি বের করে সবাইকে শুনিয়ে বলে—চলো, কিছু কল্যাণ অর্জন করি। এখানে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু ইলম আছে। এই বলে সে বইটি পড়তে শুরু করে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

'হাতে সময় নেই আম্মু। আমি খুব ব্যস্ত। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। ওখানে একটি কাজ আছে'—বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পেছনে পেছনে ওর আম্মুও দরোজায় এসে দাঁড়ান। শুষ্ক কণ্ঠে তিনি বলেন, 'তোমরা পাঁচ ভাই আছ। কিন্তু কারও মধ্যে কল্যাণের ছিটেফোঁটাও দেখি না। কোনো কাজেই তোমাদের পাই না। তোমাদের নিয়ে একটু আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যাব, তারও কোনো উপায় নেই। অথচ উম্মে আব্দুল্লাহর একটি মাত্র ছেলে। মা-বাবার খিদমত আর বোনদের প্রয়োজনে সে মুহূর্তেই হাজির হয়। ওদের কখনো ড্রাইভারের মুখ দেখতে হয় না। আমাদের মতো এতিম নয় ওরা!'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'তোমাদের মতো পাঁচ সন্তানের চেয়ে ওর মতো এক সন্তান ঢের ভালো।'

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

দশম অভিযাত্রা

কল্যাণের অভিযাত্রী স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন—

- আজ আমার বোনের সঙ্গে কথা বলেছ?
- নাহ।
- দেখতে যখন যেতে পারছি না, অন্তত ফোনে হলেও তার সঙ্গে কথা বলো—খোঁজখবর নাও।

ষাট বছরে পা রেখেছেন তিনি। কিন্তু এখনো সময় সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগান। প্রতি দুই সপ্তাহে একটি দিন তিনি আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে যাওয়ার জন্য ঠিক করে রাখেন।

মাত্র তিনটি ঘণ্টা—আসরের সালাতের পর থেকে ইশার আজান পর্যন্ত। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হাসিমুখে কুশল-বিনিময় করেন। খোঁজখবর নেন। সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মেশেন আর আনন্দ ছড়িয়ে দেন পরিজনদের ঘরে ঘরে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

আমার বড় বোনের বিয়ে হয় মাসতিনেক আগে। একদিন জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়—যার ওপর বয়ে গেছে সময়ের বহু ঝড়ঝাপটা। জীবনের বিস্তর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তার মানসজগৎ। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'বোনকে দেখতে যাও?' আমি বলি, 'হাঁ, যাই।' সে আবার জিজ্ঞেস করে. 'তুমি কখনো রাতে গিয়েছ তার খোঁজখবর নিতে?' তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হই। একদিন রাতে বোনকে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারি, অবস্থা বড়ই ভয়াবহ।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

কেটে যায় কত বছর! খালার কথা প্রায় ভুলতে বসেছে সে। দেখা হয় শুধু ইদের সময়। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ।

সময় বয়ে যায় তার আপন গতিতে। দিন যায়; রাত আসে। সপ্তাহ গড়ায়; মাস ফুরোয়। দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা তাকে ভুলিয়ে দেয় তার মায়ের প্রিয় বোনটির কথা।

কিন্তু একদিন তার খবর শুনে সে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। দুগাল বেয়ে ঝরে পড়া অশ্রু ভিজিয়ে দেয় তার দাড়ি। সে জানতে পারে, তার মাতৃপ্রতিম খালা জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত—জাকাতের টাকায় চলে তার সংসার...

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

একাদশ অভিযাত্রা

দিন যতই যাচ্ছিল তিনি আমার চোখে বড় হয়ে উঠছিলেন। তার আচার-ব্যবহার আমাকে আনন্দিত করত। তিনি কথায় সত্যবাদী আর লেনদেনে বিশ্বস্ত। তার হৃদয় পরিচ্ছন্ন—চরিত্র নিষ্কলুষ।

আজ কত দিন হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে কথা হয় না!

তার নতুন সন্তানের জন্ম উপলক্ষে তাকে শুভেচ্ছাও জানানো হয়নি।

কথাগুলো মনে পড়তেই তাকে ফোন করি। আমার কণ্ঠ শুনে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠেন। কুশল বিনিময়ের পর তার নতুন সন্তান ও স্ত্রীর জন্য দোয়া করি। তারপর জিজ্ঞেস করি, 'আপনার সঙ্গে কবে দেখা করতে পারি?'

তিনি বলেন, 'আজই চলে এসো।' আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের বাসায় বেড়াতে যাই। কথাবার্তার একপর্যায়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি—

- আপনার স্ত্রীর দেখাশোনা কে করে? সদ্য সন্তান জন্ম দিয়ে তিনি নিশ্চয় বেশ দুর্বল হয়ে আছেন?
- আমি নিজেই করি।
- আপনি নিজেই? (আমার কণ্ঠে বিস্ময়)
- জি। আমি রান্না করি। ঝাড়ু দিই। ঘরদোর পরিষ্কার করি।
- মাশাআল্লাহ! আপনার মতো একজন সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তি এসব দায়িত্ব পালন করছে শুনলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় কী?

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও পরিবারের খিদমত করতেন। অথচ কোথায় তিনি আর কোথায় আমরা? তা ছাড়া আমার মনে পড়ে গতবার যখন আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, সে কীভাবে আমার সেবা করেছিল। আমার শান্তির জন্য কত রাত নির্ঘুম কাটিয়েছিল! তাই আমার ইচ্ছে হয় তার অনুগ্রহের প্রতিদান নিজের হাতে দেবো। নয়তো চাইলে তার সেবা করার জন্য কাউকে নিয়ে আসতে পারতাম।

কয়েক মিনিটের জন্য অনুমতি নিয়ে তিনি ভেতরে যান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নিয়ে ফিরে আসেন।

তার এই অপূর্ব ত্যাগ আমার চিন্তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য কত যুবক স্ত্রীর সঙ্গে বাজে আচরণ করে। তাকে কত কষ্ট দেয়!

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তিনি বলেন :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

'মুমিনদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর, তার ইমান সর্বাধিক পরিপূর্ণ। তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।'[১১]

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

দ্বাদশ অভিযাত্রা

দিনগুলো কেটে যায় দ্রুত গতিতে। সহসা নিজেকে আবিষ্কার করি বিয়ের পিঁড়িতে। ব্যস্ত নগরীর সুউচ্চ এক ভবনে ফ্ল্যাট ভাড়া করি, যেখানে একে অপরকে চেনে না প্রতিবেশীরা।

বাসায় ওঠার পর প্রথমবার যখন মুআজ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাই, তখন থেকেই দুর্ভোগের শুরু। ডানে-বামে তাকাই; এদিক ওদিক পায়চারি করি। ভাবতে থাকি—সালাত কোথায় আদায় করা যায়।

আমার পুণ্যবতী স্ত্রী জিজ্ঞেস করে—

- রুটি আনবেন কোত্থেকে?
- আধ মাইল দূরে একটি বেকারি আছে। ওখান থেকে নিয়ে আসব।
- তার মানে আপনি গাড়িতে করে যাবেন?
- হাঁ।
- রুটির চেয়ে সালাত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা তাকে রহম করুন। সে আমাকে এতটুকু অলসতা করতে দেয় না। ক্ষণিকের শৈথিল্যও সে সহ্য করে না—মসজিদে আমাকে যেতেই হবে। আল্লাহ তাআলার অপরিসীম সাহায্য আমি পাই।

একবার পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা তাকে ডেকে নেয়। দুয়েক বৈঠকের পরই তারা সিদ্ধান্ত নেয় সবাই নিজ নিজ স্বামীকে ডিশের লাইন নিতে বলবে। সবাই মিলে কিনলে ভাগে খরচ কম পড়বে।

আমার স্ত্রী বলে, 'এমন বিধ্বংসী জিনিস তো বেচে দেয়া যায়—কেনা যায় না।'

আমি তাকে বলি, 'কেন তুমি তাদের সংশোধনের চেষ্টা করছ না? নিশ্চিত থেকো, তাদের বোঝানো গেলে স্বামীরাও সংশোধন হয়ে যাবে।'

সে বলে, 'কিন্তু এদের সঙ্গে মিশলে আমি নিজের দ্বীনি ক্ষতির আশঙ্কা করছি। আমার কারও সাহায্য প্রয়োজন।'

আমি বলি, 'মাসখানেক চেষ্টা করে দেখো। তাদের মধ্যে যদি কল্যাণের আভাস ও দ্বীনের পথে প্রত্যাবর্তনের নিদর্শন দেখতে পাও, তো তাদের জন্য কাজ কোরো—নয়তো তাদের ত্যাগ কোরো।

আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে বই ও কিছু বয়ানের ক্যাসেট কিনে আনব। কোনো বই এক কপির বেশি আনব না।'

যথারীতি সবাইকে হাদিয়া পৌঁছে দেয়া হয়। এখন তাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তুই হয়ে উঠেছে বই আর ক্যাসেট—কে কোন বই উপহার পেয়েছে? কে কোন শাইখের ক্যাসেট?

পরবর্তী সাক্ষাতে দেখা যায়, প্রায় সবাই একে অপরের বই ধার নিয়ে পড়ছে। আর সব ক্যাসেটই তারা শুনে ফেলেছে। মজলিস মুখর হয়ে ওঠে বই ও ক্যাসেটের পর্যালোচনায়—কোন বইতে কী আছে? কোন ক্যাসেটে কোন শাইখ কী আলোচনা করেছেন?

কয়েক মাস কেটে যায়। ভবনের অধিকাংশ মহিলাই এখন হিফজুল কুরআনের মজলিসে অংশগ্রহণ করে।

ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বিস্মিত হই। যারা একত্রিত হয়েছিল যৌথ উদ্যোগে ডিশ কেনার জন্য, তারাই এখন হিফজুল কুরআনের মজলিস কায়েম করে।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

ত্রয়োদশ অভিযাত্রা

বস্তুবাদের সয়লাব আজ বিশ্বজুড়ে। মিডিয়ার একচ্ছত্র দাপট সবখানে। সব দিক থেকে ধেয়ে আসছে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন। দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক বুলেটিন, মাসিক ম্যাগাজিন। অগণিত টিভি চ্যানেল। সারাক্ষণ বকবক করতে থাকা অসংখ্য রেডিও স্টেশন...

এই সেই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন—যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে মুসলমানদের কাতারে। উম্মতের এক বিশাল অংশ আজ চরম অবক্ষয়ের শিকার। চারদিকে আজ পতনের প্রতিধ্বনি। ক্রমশ নিচে নামছে নিজেদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে—হোঁচট খাচ্ছে পদে পদে...

মূল্যবোধের পতন ঘটছে। ঘুণে ধরছে বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত সংস্কারে। বদলে যাচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা।

প্রত্যয় ও প্রত্যাশায় টইটম্বুর তরুণদের এক সভায় কথা বলে জনৈক কল্যাণের অভিযাত্রী...

'আমি বিশেষভাবে তোমাদেরই সম্বোধন করছি। কারণ তোমরাই সমাজ পরিবর্তনের মূল নিয়ামক। তোমাদের চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে তারুণ্যের দীপ্তি। তোমাদের হৃদয়ে ঢেউ তুলে উম্মতের ভালোবাসা। আমি আর বেশি ব্যাখ্যা করব না। বেশি সময়ও নেব না। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করবেন।

এই উদ্যোগটি আমি নিই কয়েক বছর আগে। কিন্তু বন্ধুরা! এটি ছিল ব্যক্তিক প্রচেষ্টা। কখনো আমাকে সফরে যেতে হয়। কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে পেয়ে বসে অবহেলা—দুর্বল হয়ে পড়ে ইচ্ছাশক্তি। সর্বোপরি আমার সামর্থ্য সীমিত—কর্মপরিধিও সীমাবদ্ধ।

এখন আমাদের উচিত সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়া। ইখলাসপূর্ণ নিয়ত ও পরিকল্পিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। সব ধরনের আলস্য ও শৈথিল্য আমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে।

সফল হতে হলে আমাদের কাজে গতি আনতে হবে। চালিয়ে যেতে হবে ধারাবাহিক মেহনত। সবার ঐকান্তিক আগ্রহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টাই সাফল্যের নিয়ামক।'

মজলিসজুড়ে ছেয়ে থাকে নীরবতা। সবাই মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে। সে দীপ্ত কণ্ঠে তুলে ধরে তার চিন্তাগুলো—'বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দুটি কাজ করা আবশ্যক :

এক. যাদের লেখায় কল্যাণ আছে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা, শুভেচ্ছা জানানো এবং উৎসাহ প্রদান করা। তাদেরকে কল্যাণকর্মে অটল থাকতে সাহায্য করা। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করা।

দুই. যাদের জবান ও কলম স্খলন ও পথভ্রষ্টতার শিকার তাদের ভ্রান্তি যদি ভুলবশত ও অনিচ্ছায় হয়, তবে তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান। আর যদি তাদের মতাদর্শ ও বিশ্বাসের কারণে হয়, তবে তাদের চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। জনগণের সামনে তাদের বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে হবে। কোনোভাবেই তারা যেন সমাজকে কলুষিত করতে না পারে।

আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা, মানুষের সামনে বিষয়গুলোর স্বরূপ তুলে ধরা এবং সমাজকে সেগুলো গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা অতীব জরুরি।

এসো! কল্যাণপ্রসারে ব্যাপৃত কলমসৈনিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসি। তাদের মানসিক শক্তি জোগাই এবং তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দিই। এসো! কল্যাণের বারিধারায় সমাজকে ফুলে-ফসলে সবুজ ও সজীব করে তুলি।

তোমার কি এই কল্যাণধর্মী কর্মসূচিগুলোকে বেশ উদ্দীপনামূলক মনে হয় না?! তা ছাড়া ইসলামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তো উম্মাহর যুবকদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

এই সংস্কার আন্দোলনটিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিতে হবে। খুব দ্রুতই তোমাদের পৌঁছাতে হবে সাফল্যের সোনালি দরোজায়। আলহামদুলিল্লাহ! কল্যাণের মিছিলে সাড়া দেয়ার লোক অনেক। কল্যাণের ঝরনাধারায় সিক্ত হতে উৎসুক মানুষের সংখ্যাও অগণিত। প্রয়োজন শুধু একটি তৎপর উদ্যোগের। বিশেষ করে আমাদের মতো একদল উদ্যমী কর্মী যেখানে বিদ্যমান আছে—আমরা চাইলে সবগুলো পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়ে ফেলতে পারি। সহজেই চিহ্নিত করতে পারি ইতিবাচক ও নেতিবাচক লেখাগুলো।'

সবাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই সেবামূলক কল্যাণধর্মী কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়। উপস্থিত সবার মাঝে পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলো ভাগ করে দেয়া হয়। কারও ভাগে পড়ে পত্রিকা, কারও ভাগে ম্যাগাজিন আর কেউ কেউ তো দুটোই নিয়ে নেয়। প্রত্যেকেই আপন আপন পরিবেশ ও সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব বুঝে নেয়।

প্রতি সপ্তাহে সমবেত হওয়ার জন্য তারা একটি দিন ঠিক করে নেয়। সপ্তাহজুড়ে কে কী পড়েছে, কী দেখেছে সবকিছু পেশ করা হয়। তারপর বিচার-বিশ্লেষণ করে ফলাফল অনুযায়ী চিঠি লেখা হয়। কোনো লেখককে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। কাউকে পরামর্শ দেয়া হয়। কারও গঠনমূলক সমালোচনা করা হয়। কাউকে সতর্ক করে দেয়া হয়।

দ্বীনের খিদমতের বিস্তৃত পরিসরে এটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। প্রিন্ট মিডিয়া দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত। কিছু তরুণ এই সীমান্তের প্রতিরক্ষার জন্য বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায়।

আছে কোনো উদ্যোগী, যারা সীমান্তরক্ষীদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে?

তাদের কাফেলায় যোগ দেবে?

এই মহান কাজে প্রয়োজন কেবল একটি করে কলম আর এক টুকরো কাগজ!

এটি একটি কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা। আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের চমৎকার একটি কর্মসূচি। পরস্পরের কল্যাণকামিতার মোক্ষম এক হাতিয়ার।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

এক টুকরো কাগজ। একটি কলম। একটি নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়।

আর কিছুই দরকার নেই।

চলো! কাজে নেমে পড়ো। কীসের এত অপেক্ষা?

চতুর্দশ অভিযাত্রা

সেদিন এক বন্ধু কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলল, 'আমাদের অফিসের ম্যানেজার সাহেবের বাসায় যখনই যাই, অভিভূত হই। যাঁর আঙুলির ইশারায় গোটা অফিস চলে, সেই তিনি ঘরে এসে পরিণত হন একজন বৃদ্ধের ভৃত্যে। ব্যাপারটি বেশ আশ্চর্যজনক নয় কি? তাঁর এই ভূমিকা আমার চোখে তাঁকে আরও মহান করে তুলেছে—আমার হৃদয়ে তাঁর সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাবার সামনে সে যেন এক অনুগত খাদিম...।'

আমি বললাম, 'তবে তো ওই লোকটির সাহচর্যে কল্যাণ আছে। এমনকি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পারাও সৌভাগ্যের ব্যাপার! তাঁর এই সদাচার ও পিতৃসেবা আজকের তরুণদের কাছে বিস্ময়কর মনে হবে।'

পাশ থেকে এক ব্যক্তি শুনছিল, সে ব্যাপারটিকে সহজভাবে নিল—বলল, 'এতে আশ্চর্যের কী আছে? তিনি তাঁর বাবা না..?'

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি কি আপনার বাবার জন্য তাঁর অর্ধেক বা সিকিভাগও করেন?'

এক আরব রাষ্ট্রের জনৈক মন্ত্রী তাঁর দৈনন্দিন জীবনের গল্প করতে গিয়ে বলেন, 'আমি ঘরের দরোজা পার হওয়ার পূর্বেই আব্বুকে বলি, আমি কোথায় যাচ্ছি আর কখন ফিরব। অথচ আমার বয়স এখন পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে গেছে আর কর্মক্ষেত্রে আমি একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। কেননা, এতেই আমি অভ্যস্ত হয়েছি। জীবনের প্রতিটি ধাপে আমি এই নিয়ম মেনে চলেছি। আমার মধুময় শৈশব, দুরন্ত কৈশোর আর উত্তাল যৌবন এভাবেই কাটিয়েছি। বাবা হওয়ার পরও অব্যাহত ছিল এই ধারা। এমনকি আজ মন্ত্রিত্বের যুগেও এই নিয়মে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। এই বিষয়টি নিয়ে আমি খুব আনন্দিত—কারণ আমার প্রতি বাবার দুর্বলতার কথা আমি জানি।'

অনুভূতির এই জায়গাটি থেকেই আমি প্রতিদিন আমার সন্তানদের জিজ্ঞেস করি—কোথায় যাচ্ছ? কার সঙ্গে যাচ্ছ? ফিরছ কখন?

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

কল্যাণের অভিযাত্রী মাত্রই বাবার সঙ্গে কোমল আচরণ করে, বিশ্বজুড়ে সংঘটিত নানান ঘটনা ও সাম্প্রতিক খবরাখবর তাকে শোনায়। কী কী মজার ব্যাপার সে দেখেছে বা শুনেছে তার কিছু কিছু বলে। অপূর্ব শিষ্টাচার ও উন্নত চরিত্র ফুটে ওঠে তার প্রতিটি কথায়। বিনিময়ে তার বাবা উপহার দেন প্রাণখোলা হাসি আর আন্তরিক দোয়া!

ছোট ছোট বিষয়েও সে তার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে। কখনো এমন সব বিষয়েও যা তার বাবা জানেন না কিংবা ভাবতেও পারেন না। কিন্তু সে বাবাকে বুঝিয়ে দিতে চায়, তার কাছে বাবার মূল্য কেমন এবং তাঁর মতামতের গুরুত্ব কতটুকু! প্রতিদিন সে বাবাকে প্রশ্ন করে, 'ওই ব্যাপারে আপনি কী বলেন? এই জিনিসটি কেমন? এই দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম বলে আপনি মনে করেন? অমুক জিনিসের বিকল্প কী হতে পারে? আপনার পছন্দই গুরুত্ব পাবে।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই তাকে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ জানাতে থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তি, যে কি না একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তার বাবার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলে—'আমার বাবা যদি রাজি হন। তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য যদি সায় দেয়। তিনি যা বলবেন, তা-ই হবে।'

কল্যাণের অভিযাত্রী সর্বদা বাবার খোঁজখবর নেয়—তিনি কী পছন্দ করেন? তাঁর কী প্রয়োজন?

গ্রীষ্মের ছুটিতে কোনো এক ফাঁকে সে বাবাকে নিয়ে ওমরা করে আসে। উত্তপ্ত আবহাওয়া থেকে বাঁচাতে বাবাকে নিয়ে অবকাশ যাপনে যায় মনোরম কোনো অঞ্চলে। তাঁর সঙ্গে একান্তে সময় কাটায়। চেষ্টা করে আপন সাধ্যের মধ্যে তাঁর সকল সাধ পূর্ণ করার।

সে কথা বলে মধুর ভাষায়। খুশির খবর শুনিয়ে বাবাকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে। আনন্দে ভরিয়ে তোলে তাঁর মন।

তার কথা বাবাকে আশ্বস্ত করে। সন্তানের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হয় পিতৃহৃদয়। হে যুবক! আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যই তো জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

আকাশে মেঘ দেখলেই সে খুশি হয়ে ওঠে। কাছে কোথাও বৃষ্টি পড়ছে শুনলেই বাবার কাছে ছুটে যায়। কারণ বৃষ্টির কথা শুনলেই তিনি খুশি হন—উৎফুল্ল মুখাবয়বে তার ঝিলিক দিয়ে ওঠে যৌবনের কান্তি।

একবার সে বাবাকে বৃষ্টি পড়ার খবর দেয়—আব্বু! গ্রামে ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। পানিতে ভেসে যাচ্ছে মাঠ-ঘাট। খুশিতে হা হয়ে যায় বাবার মুখ! কল্পনায় ভেসে ওঠে বর্ষণমুখর গ্রামের অপরূপ দৃশ্য। গ্রামে বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবতে না ভাবতেই ছেলে বলে ওঠে—'আব্বু! আমরা ঘুরতে যাচ্ছি কবে?'

বাবার জন্য সে বেছে বেছে অনেক শাইখের বয়ানের ক্যাসেট সংগ্রহ করে। যখনই দেখে তাঁদের কারও বয়ান বা তিলাওয়াত তার বাবা পছন্দ করেছেন, ছুটে গিয়ে ওই শাইখের যত ক্যাসেট পাওয়া যায় সব নিয়ে আসে। তাঁর সামনে রেখে বলে, 'আব্বু! যা পেয়েছি সব নিয়ে এসেছি। এর চেয়ে বেশি পেলাম না...'

বক্তা শাইখের নাম, বয়ানের সময়, স্থান ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বেই সে বাবাকে জানায়। কখনো দ্বীনি মজলিসে বসার ফজিলত নিয়ে আলোচনা করে। এভাবে একসময় বাবার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে আগ্রহ। তখন বাবাকে বলে, 'আব্বু! চলুন, দুজনে একসঙ্গে যাই। শাইখের দরসে অংশগ্রহণ করি... ।'

কখনো বাবাকে নিয়ে চলে যায় হারাম শরিফে। তাঁর সঙ্গে কোমল আচরণ করে। তাঁকে আগলে রাখে সহানুভূতি দিয়ে। তাঁর প্রয়োজনের খেয়াল রাখে—তিনি কী চান? কোথায় বসতে চান? কোনো কিছু কম হলো কি না...

খুঁজলেই তাকে পাওয়া যায়। বাবার খিদমতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবার ডাক শুনে সে আনন্দিত হয়।

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

ঘরে ঢোকার সময় এবং বের হওয়ার সময় সে মা-বাবার কপালে চুমু খায়। তাদের স্থায়িত্ব, দীর্ঘজীবন ও সুন্দর পরিসমাপ্তির জন্য দোয়া করে। তাদের কাছে পেয়ে খুশি হয় এবং তাদের কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করে।

তার মধুর ভাষা হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। কোনো উপলক্ষ এলেই মা-বাবাকে হাদিয়া দেয়—সুগন্ধি তেল বা আতর কিংবা মিসওয়াক। কখনো নাতি-নাতনিদের বিলি করার জন্য হাতে গুঁজে দেয় নগদ টাকা।

মাগরিব থেকে ইশার মাঝখানে একটি সময় সে মা-বাবার জন্য নির্ধারণ করে নেয়। তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে একান্তে আলাপ করে। হৃদ্যতা-বিনিময় হয় গভীর ভালোবাসায়। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়। পুলকিত হয় তাদের মধুর সম্বোধনে।

বাবাকে কোথাও নিমন্ত্রণ করা হলে তাঁর সম্মানার্থে সেও সঙ্গে থাকে—এমনকি তাঁর বিশ্রামের সময় হলেও। নিজের আরামের চেয়ে বাবার আনন্দই তার কাছে প্রাধান্য পায়। কারণ সে জানে তার সঙ্গ বাবাকে স্বস্তি দেয়।

'না' বলা সে কবেই ছেড়ে দিয়েছে। যেন মুখ থেকে শব্দটি সে একেবারে ছুড়ে ফেলেছে। তার মনে পড়ে না, কবে সর্বশেষ তাদের কোনো কথায় 'না' বলেছে। আল্লাহর রহমতে তারাও কখনো তাকে আল্লাহর নাফরমানি করতে বলেনি।

নিজের কোনো ইচ্ছা বা আগ্রহ সে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় না। বরং নম্র ও কোমলভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করে। তারা সম্মত হলে তো ভালো—অন্যথায় আল্লাহ যা করেন, তা-ই কল্যাণ। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করতে পেরে সে আল্লাহর শোকর আদায় করে।

আল্লাহ আপনাকে হিফাজত করুন। আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে রাখুন। আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রাখুন। আল্লাহ আপনাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিন। আল্লাহ আপনার হায়াতে বরকত দিন। আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করুন। সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর রহমত সর্বব্যাপী—এসব বাক্যই তার মুখে সর্বদা উচ্চারিত হয়। সে যা-ই বলে মা-বাবাকে খুশি করার জন্য বলে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সে বাবার বন্ধুদের খোঁজখবর রাখে; তাদের দেখতে যায়; সম্মান প্রদর্শন করে। বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের দাওয়াত দেয়। বাবার জন্য তাদের শান্তি, কল্যাণ ও মাগফিরাতের দোয়া শুনে সে আনন্দিত হয়...।

বাবা গ্রামীণ পরিবেশ ভালোবাসেন। নিজের খেত-খামার ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে চান না। তাই অনুগত সন্তান শহুরে জীবন ও লোভনীয় চাকরি ফেলে অল্প বেতনে গ্রামে থাকে।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

কেউ যদি দুয়েকদিন তোমার সেবা করে, তোমাকে সম্মান দেয়, তুমি নিশ্চয় তার সেবা ও মহত্ত্বের প্রশংসা করবে। সেই সঙ্গে সুযোগ বুঝে তার সুন্দর ও উপযুক্ত বদলা দেয়ার জন্যও তুমি উদগ্রীব হয়ে থাকবে—তাই না?

তবে যে তোমাকে বছরের পর বছর পরিচর্যা করেছে; তোমার জন্য তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করেছে; শৈশবে তোমাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে; তোমাকে মাদরাসায় নিয়ে গেছে হাত ধরে; তোমাকে লালনপালন করেছে; তোমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে; যখনই তুমি অসুস্থ হয়েছ, তোমাকে কোলে করে ছুটে গেছে হাসপাতালে; তোমার প্রতিটি কান্নায় যে ব্যথিত হয়েছে; কখনো তারই দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে; তোমার জন্য যে দুহাত তুলে দোয়া করেছে রাতের নির্জন প্রহরে; সারাদিন যে তোমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে, মাসের পর মাস... বছরের পর বছর চলেছে এই ধারা... তোমাদের গড়ে তোলার এই কঠিন দায়িত্বের মাঝেই সে খুঁজে পেয়েছে নিজের আনন্দ—বলো, তার কী প্রতিদান হতে পারে???

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

পঞ্চদশ অভিযাত্রা

কল্যাণের অভিযাত্রী একদিন মনে মনে ভাবে—'কতদিন হয়ে গেল আমি তাকবিরে তাহরিমা[১২] পাই না! সর্বশেষ কবে আমি ইকামাত শোনার পূর্বে মসজিদে গিয়েছি, তাও তো মনে পড়ে না।'

চকিতে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে সে—এই শৈথিল্য সে ছুড়ে ফেলবেই। শুরু করে দেয় কঠিন সাধনা। ধীরে ধীরে তাকবিরে উলার[১৩] সঙ্গে সালাত আদায় করা তার জন্য সহজ হয়ে উঠতে থাকে।

আজান শোনামাত্রই সে সালাতের প্রস্তুতি নেয়। ক্রমশ এতে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মুআজ্জিনের আজান কানে পড়তেই সে হাতের কাজ ফেলে ছুটে যায় মসজিদ পানে।

সে আশ্চর্য হয়ে দেখে—তার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কী বিশাল ফারাক! তার কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটেনি কিংবা কমে যায়নি অর্থসম্পদ। বরং এখন আজান ও ইকামাতের মাঝখানে প্রতিদিন সে প্রায় পূর্ণ একপারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারছে। সুন্নাতে মুআক্কাদাসমূহ তো নিয়মিত আদায় করছেই...!

সে কঠোর সাধনা করেছে। ধৈর্যধারণ করেছে কষ্টে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে সে।

---

১২. যে তাকবির দিয়ে সালাত শুরু হয়, তাকে তাকবিরে তাহরিমা বলে। এই তাকবিরের অনেক ফজিলত রয়েছে। এর সময় নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ মত হলো, জামাআতে প্রথম রাকআত পেলেই তাকবিরে তাহরিমা পেয়েছে বলে ধরা হবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/৬৯)—অনুবাদক।

১৩. তাকবিরে তাহরিমাকে তাকবিরে উলাও বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন—আমরাও যেন গ্রহণ করতে পারি কল্যাণের এই উদ্যোগ; শামিল হতে পারি মুবারক এই অভিযাত্রায়।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

ষষ্ঠদশ অভিযাত্রা

এই উদ্যোগ ঝলমলে আন্তরিক হাসির—যা খুলে দেয় হৃদয়ের বদ্ধ দরোজা। দূরের মানুষকে নিয়ে আসে কাছে।

এটিই প্রথম উদ্যোগ। মনের প্রবেশ-তোরণ। হৃদয়ের সকল অনুভূতির নির্মল প্রতিচ্ছবি।

এই উদ্যোগ যেমন সহজ তেমনই সরল।

প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত, সব জায়গায়, সব সময়...

এই আন্তরিক হাসি বিভ্রান্ত হৃদয়ের প্রবেশদ্বার—হৃদ্যতা ও কল্যাণকামিতার রাজপথে প্রথম পদক্ষেপ।

এটি তালাবদ্ধ অন্তরের চাবি—বিতৃষ্ণ মনের গভীরে প্রবেশের চোরাগলি।

এই উদ্যোগ নির্ঝঞ্ঝাট। অন্তরঙ্গতার চমৎকার এক সূচনা।

এই উদ্যোগ সহজ।

কিন্তু...!!!

কত মানুষ বঞ্চিত ঝলমলে হাসির এই নির্মল আলো থেকে।

কত মানুষ অবহেলায় দূরে ঠেলে সহজ এই উদ্যোগকে।

কত দুর্ভাগা এমন আছে, যার বাবা কোনোদিন দেখেনি তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। মা কখনো দেখেনি তার উৎফুল্ল অবয়ব। স্ত্রী কেবল দেখেছে তার ভ্রুকুঞ্চানো বিরক্ত মুখ। সন্তানরা আজও জানে না, তাদের বাবা আদৌ হাসতে পারেন কি না, কিংবা কথা বলতে জানেন কি না আদুরে গলায়।

সহকর্মীরা কোনোদিন দেখেনি তার কোমল আচরণ কিংবা সুন্দর ব্যবহার। সে যখন রাস্তায় বের হয়, তার মন হারিয়ে যায় অন্য জগতে। কাউকে সালাম দেয় না। এমন কি পাশে কে আছে ভ্রূক্ষেপও করে না।

আছে কোনো উদ্যোগী?—প্রফুল্ল মনে প্রসন্ন বদনে যে উপহার দেবে এক টুকরো নির্মল হাসি।

আছে কোনো অভিযাত্রী?—যাত্রা করবে কল্যাণের রাজপথে।

সপ্তদশ অভিযাত্রা

ইদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার নাম। যখনই ইদের কথা ওঠে, খুশি ও আনন্দের সাথে উচ্চারিত হয় তার নামও।

তাকে নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। মহিমান্বিত প্রভু তাকে উপযুক্ত বানিয়ে উত্তম কাজে লাগিয়েছেন। মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার ভালোবাসা—সর্বমহলে তাকে দিয়েছেন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা।

ইদের দিন সকালে শিশুদের নিয়ে শুরু করে দুই ঘণ্টার অনুষ্ঠান। প্রথমেই কুরআন তিলাওয়াত। তারপর হামদে বারি, নাতে রাসুল, কবিতা আবৃত্তিসহ রকমারি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শিশুরা।

অনুষ্ঠান শেষে সবাই বুঝে নেয় যার যার পুরস্কার। ছেলেদের জন্য পছন্দসই খেলনা আর মেয়েদের রুচিমতো সুন্দর উপহার। প্রতিযোগিতা চলাকালে পরিবেশিত হয় ঠান্ডা জুস ও শরবত, যা ধরে রাখে শিশুদের উদ্যম ও চাঞ্চল্য; উদ্বুদ্ধ করে আয়োজিত কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণে। যে কুরআন বেশি হিফজ করেছেন তাকে এগিয়ে রাখে, যাতে শিশুরা তাকে অনুসরণ করে।

তার এই কার্যক্রম মা-বাবাদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। আর শিশুরা তো তাকে দেখলেই ছেঁকে ধরে—জানতে চায়, ইদ কবে আসবে?

গঠনমূলক এই উদ্যোগ শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলে। হাসি-আনন্দের পাশাপাশি তাদের প্রতিভারও বিকাশ ঘটে—উদ্যোগ ও সাহসের বীজ বপন করে তাদের কচি মানসে।

এই কর্মসূচি শিশুদের ইদ-আনন্দে যোগ করে নতুন মাত্রা। উৎসবমুখর এই আয়োজন দেখে সবাই বিস্মিত হয়। একবার জনৈক আত্মীয় তাকে জিজ্ঞেস

করে, 'পুরো আয়োজনটাতে আপনার কত খরচ হয়?'

সে বলে, 'অতি অল্প।' কিন্তু এমন একটি কাজের খেয়াল কয়জনের জাগে?

এ জন্য দরকার উদ্যোগী লোক।

তুমিও নেবে তো উদ্যোগ...?

অষ্টাদশ অভিযাত্রা

তরুণ দায়ি ভাইটি স্নেহভরা কণ্ঠে বলেন, 'প্রতিটি যুবকের চোখে আমি উম্মাহর স্বপ্ন দেখি। তবে কিছু তরুণের অবয়বে পাপের ছাপ ও গুনাহের লাঞ্ছনা দেখে আমি ব্যথিত হই। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই রাস্তায় বা ফুটপাতে যুবকদের সেই জটলাগুলো দেখে—কারও কোলে গিটার, কারও হাতে বাঁশি। কেউ মওজ-মাস্তিতে দোল খায়, কেউ হাততালি দেয়, কেউ-বা ফেটে পড়ে অট্টহাসিতে। এত পাপাচার সত্ত্বেও তুমি তাদের থেকে সর্বদা কল্যাণের আশাই করবে। হয়তো সাদাসিধা দুটি কথা বলেই তুমি বদলে দিতে পারবে তাদের জীবনের গতিপথ—উদ্ধার করতে পারবে তাদের অন্ধকার চোরাগলি থেকে।'

এক নৈরাশ্যবাদী বলে ওঠে—'উপদেশ ওদের কোনো কাজে আসে না। ওয়াজও এদের অন্তরে কোনোরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না।'

ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিভরা কণ্ঠে দায়ি ভাইটি বলেন, 'তুমি একবারও যাচাই করে দেখেছ? কাউকে নসিহত করেছ? এমন কোনো ভাইকে সময় দিয়েছ কোনোদিন?'

সে বলে, 'নাহ।'

দীপ্ত কণ্ঠে দায়ি ভাই বলেন, 'আমি কয়েকজনের সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিট বসেছি—হাঁ, মাত্র কয়েক মিনিট। আলহামদুলিল্লাহ! তারা গিটার ছেড়ে হাতে কুরআন তুলে নিয়েছে। ফুটপাতের বাজে আড্ডা ছেড়ে শাইখদের মজলিসে গিয়ে জড়ো হয়েছে। তুমি কখনো তাদের জন্য কিছু করেছ?'

চলো, তোমাদের দাওয়াতের একটি ঘটনা শোনাই...

সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর জনৈক দায়ি ভাই এক তরুণকে বলেন, 'তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসো?'

হতভম্ব হয়ে সে উত্তর দেয়, 'অবশ্যই!'

দায়ি ভাই বলেন, 'তাহলে কেন তুমি তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করছ? তাঁর শিক্ষার বিপরীত কাজ করছ?'

কয়েক মুহূর্ত তাকে ভাবার অবসর দিয়ে তিনি পুনরায় বলেন, 'এই যে তোমার হাতে সিগারেট। আর এই যে তোমার দাড়ি—তুমি কামিয়ে ফেলেছ!

তাঁর নাফরমানি করেও কি তুমি দাবি করতে পারো যে, তুমি তাঁকে ভালোবাসো?

সত্যিই যদি তাঁকে ভালোবেসে থাকো, তবে তাঁর আনুগত্য করো—তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো।'

তরুণ সিগারেট ছুড়ে ফেলে দুপায়ে পিষে ফেলে। তারপর ধরা গলায় বলে, 'আমি তাওবা করছি। আমি আর কখনো প্রিয়নবির অবাধ্য হব না।'

দাওয়াতের এই সাদাসিধে কথাগুলো ছুঁয়ে যায় উপস্থিত সবাইকে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

অনেক চাকরিজীবীর ব্যস্ততার শেষ নেই। গৎবাঁধা সেই ডিউটি। বৈচিত্র্য নেই, প্রত্যাশা নেই, কল্যাণ নেই। অথচ ওই যুবকের দিকে দেখুন—মূল দায়িত্বের পাশাপাশি সে কত কল্যাণমূলক কাজই না করছে! বেশ ভালো সাড়াও পাচ্ছে। বয়ানের ক্যাসেট কিনে সে জনে জনে বিতরণ করে। একে ওকে বই হাদিয়া দেয়। দ্বীনি মজলিস ও শাইখদের দরসের সময়সূচি-সংবলিত বিজ্ঞপ্তি ফটোকপি করে এনে নোটিশবোর্ডে সেঁটে দেয়। সহকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেয় সালাতের কথা। কর্মঘণ্টা ঠিক রাখতে উৎসাহিত করে। বস্তুত এটি তার আমানত।

এয়ারপোর্টে সামান্য বেতনে চাকরি করে সে। কিন্তু তার উদ্যম অফুরান—বদান্যতা নজিরবিহীন। সে বলে, 'আমি চিন্তা করি—দূরপাল্লার সফরে কত দীর্ঘ সময় ধরে যাত্রীদের বিমানের পেটে কাটাতে হয়! এই সময় তারা নিশ্চয়

প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করে। তাদের এমন কিছু দরকার, যা দীর্ঘ এই ভ্রমণকে আনন্দময় করে তুলবে এবং বিরক্তি কাটাতে কাজ দেবে। আমার খুব ইচ্ছা হয়, প্রত্যেক যাত্রীর জন্য অন্তত দুটি করে দ্বীনি কিতাব রাখি। কিন্তু আপনি যা দেখছেন এর চেয়ে বেশি কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই—যতটুকু আল্লাহ তাওফিক দিয়েছেন করার চেষ্টা করি।

এয়ারপোর্টের ওয়েটিং রুমের দিকে সব সময় খেয়াল রাখি। সেখানে সাধ্যমতো দ্বীনি বই-পুস্তক রাখার চেষ্টা করি। মুসাফিরদের জন্য প্রয়োজনীয় আহকাম, নসিহত ও পরামর্শ-সংবলিত কিতাবাদিই আমি প্রাধান্য দিই।'

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সালাতের জন্য সে প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করে। শিশুদের খোঁজখবর নেয়।

'কোথায় মুসলমানদের শিশুরা? তারা মসজিদ চেনে না! সালাতে হাজির হয় না!'—এই বলে সে মহল্লায় বিশাল হইচই বাধিয়ে ফেলে। শুরু করে দেয় জোর তৎপরতা। এলাকার আরও কয়েকজন তরুণ মুসল্লিকেও দলে জুটিয়ে নেয়। সবাই মিলে শিশু-কিশোরদের মসজিদমুখো করার লক্ষ্যে নিরলস মেহনতে লেগে যায়।

অল্প সময়ের মধ্যে শিশু ও কিশোরসমাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে শিশুরা মসজিদে আসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা পূর্বের মুসল্লিদের দ্বিগুণ হয়ে যায়। আমূল বদলে যায় মসজিদের চেহারা!

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

সৌভাগ্যব্যঞ্জক গর্বিত কণ্ঠে এক বন্ধু তাকে বলে, 'আমার ছোট ছেলেটির স্মরণশক্তি যেমন প্রখর, মুখস্থ করার ক্ষমতাও তেমনই বিস্ময়কর।'

সে এর কয়েকটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরে। বন্ধুর কথা শেষ হতেই সে বলে ওঠে—'তার কীরূপ পরিচর্যা করেছ? কুরআন হিফজ ও দ্বীনি ইলম শিক্ষাদানের মাধ্যমে কি তার এই মেধার মূল্যায়ন করেছ?'

সে চুপ মেরে গেল—যেন এরূপ কথা জীবনে এই প্রথম শুনেছে।

স্ত্রীকে সে বলে, 'আমার তিন সন্তানই আমার সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। ভবিষ্যতে তারা অনেক বড় হবে ইনশাআল্লাহ। এখন থেকেই আমি তাদের যথাযথ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করব। যাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই তারা সমৃদ্ধ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে।'

আছে কোনো উদ্যোগী?

উনবিংশ অভিযাত্রা

এক কান দুই কান করে সবার কাছে পৌঁছে যায় প্রতিবেশীর বিপদের কথা। গতকাল সন্ধ্যায় তার মা ইনতিকাল করেছেন। ফজরের সালাতের পর এক যুবক গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে—জানতে চায় মরহুমার জানাজা কখন পড়া হবে?

দুচোখভরা হতাশা নিয়ে সে বলে, 'গোসল দেবে এমন কাউকে এখনো পাইনি!'

সমস্যার ভয়াবহতায় সকলে হতভম্ব! সবাই বলাবলি করতে থাকে—'মুসলমানদের বাড়িঘরে মাইয়িতকে গোসল দিতে পারে এমন কোনো মহিলা কি নেই?'

সবার মুখে মুখে এই হতবুদ্ধিকর খবরের আলোচনা—তিক্ত এই বাস্তবতার চর্চা!

কী আশ্চর্য! একজন মুসলিম মহিলা ইনতিকাল করল—এদিকে তাকে গোসল দেয়ার মতো কোনো মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত কথাটি গিয়ে পড়ে কল্যাণপ্রত্যাশী এক তরুণের কানে। শুনে সে খুবই ব্যথিত হয়। সবার মতো হা-হুতাশ না করে সে কাজে নেমে পড়ে। তাড়াতাড়ি স্ত্রীর কাছে ছুটে যায়। তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলে—'এক মুসলিম মহিলা মারা গেছে; তাকে গোসল দেয়ার মতো কোনো মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না। তোমাকেই নিতে হবে এই মহা দায়িত্বভার।'

স্ত্রীর চোখে অস্বীকৃতি ও ভয়ের আভাস দেখে সে তার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়—'তুমি যদি মারা যাও তো কে তোমাকে গোসল দেবে হে মুসলিম নারী?'

পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে অবশেষে সে সম্মত হয়। যুবক স্বামী তাকে গোসল করানোর নিয়মকানুন শেখাতে লেগে যায়—কীভাবে গোসল দিতে হয়? কোন কোন বিষয় জরুরি? গোসলের শর্ত কী কী?

এতক্ষণের শেখা নিয়মকানুনগুলো যখন বাস্তবে প্রয়োগের সময় আসে, তরুণের স্ত্রী কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। দক্ষ হাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে সব কাজ।

মহল্লার সবাই তার ভূয়সী প্রশংসা করে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সবাই।

এদিকে তরুণের স্ত্রী এলাকার বয়স্কা মহিলাদেরকে মৃতের গোসলের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে। শেখার ও শেখানোর এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। পার্শ্ববর্তী মহল্লায়ও ছড়িয়ে পড়ে কল্যাণের এই ধারা। দেখতে দেখতে এই কাজের জন্য তৈরি হয়ে যায় অনেক মহিলা। কোনো কোনো এলাকায় তো দশজনেরও অধিক মহিলা দক্ষ হয়ে ওঠে এই কাজে।

অনেক গ্রাম ও শহর এমন রয়েছে, যেখানে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

বিংশ অভিযাত্রা

قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِيْ الْجَنَّةِ.

আলি রা. বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যদি কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমান রোগীকে সকাল বেলা দেখতে যায়, তাহলে সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে। যদি সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে আর জান্নাতে তার জন্য একটি ফলের বাগান তৈরি হয়।"'[১৪]

চমৎকার এই হাদিসটি শুনেই সে মুখস্থ করে ফেলে। মূল্যবান সুসংবাদটি পেয়ে সে খুবই আনন্দিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! সত্তর হাজার ফেরেশতা...!!!

সপ্তাহের একটি দিন সে রোগী দেখতে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত করে নেয়।

সপ্তাহে একটি ঘণ্টা সে অসুস্থদের পেছনে ব্যয় করে। তাদের দেখতে যায়। সান্ত্বনা দেয়। তাদের আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া করে।

তাদের কোনো কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞেস করে। সুন্দর কোনো বই, সুস্বাদু ফলমূল, শরবত ইত্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা একাকী থাকে—যাদের কেউ দেখতে যায় না।

---

১৪. সুনানুত তিরমিজি : ৯৬৯। ইমাম তিরমিজি বলেন, 'হাদিসটি হাসান গরিব।'

হাসপাতালের করিডোর ও লবিতে রোগীদের সালাত, তায়াম্মুম ও অন্যান্য জরুরি আহকাম-সংবলিত কিতাব বিতরণ করে। কারও মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়—যেন সে তার বাবা। কাউকে সান্ত্বনা দেয়। ব্যথা কেমন লাগছে? রাতে ঘুম হয় কি না ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে।

তারপর কুরআনের আয়াত পড়ে মাথায় ফুঁক দেয়।

আফসোস! প্রতিদিন কত মূল্যবান সময় আমরা হেলায় নষ্ট করি।

একবিংশ অভিযাত্রা

জুমআর সালাতের পর সহকর্মী যতবারই জিজ্ঞেস করে, 'আজ কোথায় যাচ্ছ?' সে ততবারই একই উত্তর দেয়—'গ্রামে দাদির কাছে যাচ্ছি।' এখন আর সে প্রশ্ন করে না। কারণ, সে জানে ও একই উত্তরই দেবে।

কিন্তু একদিন সহকর্মী দেখে, সে তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। হাতে অনেকগুলো ভারী ভারী ব্যাগ। সহকর্মী কাছে গিয়ে সাহায্য করার অনুমতি চায়। সেও সম্মতি দেয়। অনেকগুলো ব্যাগ। চাল, চিনি, তেল ও চায়ের কার্টন।

সহকর্মী বেশ অবাক হয়। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে তাকে প্রশ্ন করে—

- এগুলো সব তোমার দাদির জন্য?
- নাহ! ওখানে অনেক ফকির ও এতিম থাকে। ধনী ও সম্পদশালীরা ওদিকে খুব একটা যায় না। (এই বলে সে ওই গ্রামের গরিবদের হিসেব শুরু করে দেয়—কতিপয় দরিদ্র ও এতিমের গল্পও শোনায়।)
- ওখান থেকে কখন ফিরবে?
- ইশার আজানের সময় ইনশাআল্লাহ।
- আমি যাই তোমার সঙ্গে?
- সময় থাকলে আসতে পারো।

মালপত্র বোঝাই গাড়িটি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। গাড়ির ক্যাসেট প্লেয়ারে শাইখের আওয়াজ উঁচু হতে থাকে ক্রমশ।

গ্রাম থেকে শহরে পৌঁছে ফেরার পথে দেরি হওয়ার কারণে ড্রাইভার দুঃখ প্রকাশ করে। সে আরও বলে, 'এখানে বেশ কয়েকজন ধনী আছেন। মাশাআল্লাহ

তারা বেশ দানশীলও। কিন্তু সাদাকার জন্য তারা বেশ সহজ ও ঝামেলামুক্ত ক্ষেত্রসমূহই বেছে নেন। দূরবর্তী গ্রামে কি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা রাজি হন না, তাহলে তাদের সাদাকা ও জাকাত উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যয় হতো এবং সত্যিকারের অভাবীদের কাছে পৌঁছত।'

সে তাকে বলে, 'ঠিক বলেছেন। দুয়েক ঘণ্টা খরচ করে যদি উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে হক পৌঁছিয়ে দেয়া যায়, তাহলে এমন কি অসুবিধা?'

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

দ্বাবিংশ অভিযাত্রা

এক জোছনা রাতে সে তার এক বন্ধুকে বলে, 'এক গ্রামে আমার কিছু আত্মীয়া আছে, যাদের এখনো বিয়ে হয়নি। ভয় হয়—তারা আবার কোনো পদস্খলনের শিকার হয়ে যায় কি না! পাত্রী খুঁজছে এমন কাউকে তুমি চেন?'

বন্ধু বলে, 'অবশ্যই চিনি।'

শুনে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চকিতে সে সোজা হয়ে বসে।

বন্ধু জানতে চায়—

- মেয়েগুলোর অভিভাবক কে?
- ওদের বাবা। বৃদ্ধ হয়ে গেলেও এখনো হুঁশজ্ঞান ঠিক আছে।
- আমাকে তাদের ফোন নাম্বার দাও।

পরের দিন রাতে বন্ধু তাকে ফোন করে বলে, 'মেয়েগুলোর জন্য পাত্রের সন্ধান পেয়ে গেছি। আগামীকালই তারা মেয়েদের বাবার সঙ্গে কথা বলবে।'

সে আশ্চর্য হয়ে বলে, 'এত তাড়াতাড়ি! আমি ভেবেছি কয়েক মাস পরে হবে।'

বন্ধু বলে, 'আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি পরিচিত এক লোককে ফোন করি। সে বলে, 'আমার কাছে ভালো ভালো পাত্রের খবর আছে।'

কত ভালো লোক সে! যুবক-যুবতিদের বিয়ের জন্য সে নিজের মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করছে। বয়স্কা, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবাদের সে প্রাধান্য দেয়।

গত কয়েক মাসে তার হাতে বহু মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ভালো কাজের দিকে পথপ্রদর্শনকারী কাজ সম্পাদনকারীর মতোই। সে প্রথমে খোঁজখবর নেয়—যাচাই-বাছাই করে। তারপর সংশ্লিষ্টরা নিজেদের জন্য উপযুক্ত জীবনসাথি বেছে নেয়।

এটি একটি দম্পতির প্রচেষ্টা।

আন্তরিক দোয়ার প্রত্যাশায়...

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিদান লাভের আশায়...

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

ত্রয়োবিংশ অভিযাত্রা

মসজিদ থেকেই সূচিত হয়েছিল ইসলামি সংস্কৃতির গৌরবময় যাত্রা। রাসুলুল্লাহ ﷺ এখানে সালাতের ইমামতি করতেন। সাহাবিদের তালিম ও তরবিয়ত এখানেই হতো। এখানেই তিনি দরস দিতেন; মুজাহিদ বাহিনী গঠন করতেন; সৈন্যদল প্রেরণ করতেন বিভিন্ন অভিযানে; কথা বলতেন নানান অঞ্চলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে। এ ছাড়া আরও অসংখ্য কাজ তিনি আঞ্জাম দিতেন মসজিদে বসেই। মসজিদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো মদিনার মুসলমানদের জীবনপ্রবাহ।

এখন এসবের কিছুই নেই। জুমআ, জামাআত, তারাবিহ ও কিয়ামুল লাইল ছাড়া আজকাল কিছুই হয় না মসজিদে। মুসলিমসমাজে মসজিদের ভূমিকা এখন নেই বললেই চলে। তবে হাতে গোনা কিছু মানুষ এমনও পাওয়া যায়, যাদের হৃদয় পুরোপুরি মরে যায়নি। দুনিয়ার ব্যস্ততা এখনো তাদের সবটা গ্রাস করতে পারেনি। তাদের কেউ আসরের পরে শিশুদের নিয়ে হিফজুল কুরআনের আসর বসায়। কেউ আবার মাগরিবের পরে দরসের আয়োজন করে উঠতি বয়সি তরুণদের জন্য।

যাদের মাঝে আল্লাহ ভরপুর কল্যাণ রেখেছেন, তারা আরও বেশি উদ্যোগী হয়। মসজিদে তারা কখনো আয়োজন করে দরসে তাওহিদের; কখনো-বা দরসে ফিকহের। বড় বড় শাইখ ও দায়িদের দাওয়াত করে নিয়ে আসে দ্বীনি আলোচনা করার জন্য। এমন মসজিদ প্রকৃত অর্থেই হিদায়াতের ঝলমলে মিনার, যার দিকে তাকিয়ে দিকভ্রান্ত মানুষ খুঁজে পায় সত্য পথের ঠিকানা। এমন মসজিদগুলো যেন আলোর ফোয়ারা, যেখানে এসে তৃপ্ত হয় পিপাসার্ত মানুষের দল।

কিছু মসজিদের কথা আলাদাভাবে অন্তরে জেগে থাকে। সেগুলোর সুপরিসর করিডোর কিংবা বিস্তৃত বহির্প্রাঙ্গণের জন্য নয়; বরং ইমাম, মুআজ্জিন ও মসজিদ আলো করে থাকা কিছু উদ্যমী ও উদ্যোগী মুসল্লিদের জন্য, যাদের সক্রিয় উপস্থিতি মসজিদকে করে তোলে কল্যাণমুখর।

এই মসজিদগুলো মধুপূর্ণ মৌচাকের মতো। হিফজুল কুরআনের মজলিস, উলামায়ে কিরামের দরস, দায়িদের আনাগোনা, শাইখদের দ্বীনি আলোচনাসহ নানান রকম দ্বীনি কর্মকাণ্ডে ঝলমল করে মসজিদের ভেতর ও বাইরের প্রাঙ্গণ। দরোজাসমূহের পাশেই কয়েকটি সুদৃশ্য কাঠের আলমারি। একটিতে রাখা আছে বয়ানের ক্যাসেট। আরেকটিতে বিভিন্ন দ্বীনি বই-পুস্তক—কিছু আরবিতে, কিছু ইংরেজি ভাষায়। ওদিকে দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট একটি শেলফ রাখা। ওপরে প্লে কার্ডে জ্বলজ্বল করছে—

আপনার উপহার গ্রহণ করুন

ওখানে নিয়মিত সাজিয়ে রাখা হয় বিভিন্ন দ্বীনি সাময়িকী, সাপ্তাহিক বুলেটিন ও মাসিক ম্যাগাজিন। শেষপ্রান্তে কোণে একটি দানবাক্স। তারই পাশে বিশাল নোটিশবোর্ডে শোভা পাচ্ছে সালাফের বিভিন্ন মূল্যবান উক্তি ও ফতোয়া। প্রতি সপ্তাহে বা প্রয়োজন অনুসারে এগুলো পরিবর্তন করা হয়।

এগুলো তো মসজিদের অভ্যন্তরের কথা। কল্যাণের এই ধারা মসজিদের চারদেয়াল পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে পুরো মহল্লায়। বাইরেও চলে নানান দ্বীনি ও কল্যাণমুখী কার্যক্রম। প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেয়া, ঘরে ঘরে বই ও ক্যাসেট বিতরণ করা, শিশু-কিশোর-তরুণদের দেখাশোনা করা, তাদেরকে দ্বীনি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত করা, বিভিন্ন কল্যাণকর্মে উদ্বুদ্ধ করাসহ বহুমুখী কর্মসূচি রয়েছে তাদের।

কাজের সূচনা হয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে মুসল্লি কমিটির ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেখানে তারা পরস্পর পরিচিত হয়। কথায় কথায় একে অপরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়। মহল্লাবাসীদের মসজিদমুখো করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে সবাই মিলে ফলপ্রসূ আলোচনা করে। মহল্লার যেসব লোক সালাতে অমনোযোগী কিংবা মসজিদে অনিয়মিত, তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় নির্ধারণ করা হয়।

তাদেরকে সালাতে উৎসাহিত করার জন্য নানান কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

তরুণ মুসল্লিদের উদ্যোগে মসজিদে প্রতি মাসে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়—একটি শিশুদের জন্য; আরেকটি যুবতি গৃহিণীদের জন্য।

ইসলামের সোনালি যুগে মসজিদ থেকে কল্যাণের যে বারিধারা প্রবাহিত হয়ে মুসলিম সমাজকে সতেজ ও সজীব করে রাখত, তারই সামান্য কিছু নমুনা পাওয়া যায় এই মসজিদগুলো দেখে।

এসব সম্ভব হয়েছে ইমাম সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তরুণ মুসল্লিদের সাহসী উদ্যোগের ফলে। সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্যই উন্মুক্ত করে অফুরন্ত কল্যাণের দ্বার।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, অনেক মসজিদ এমনও আছে, যেখানে কোনো দিন হিফজুল কুরআনের মজলিস হয়নি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কোনো দিন সেখানে দরস হয়নি। কোনো শাইখ দ্বীনি আলোচনাও করেননি। তুমি যদি ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো, তিনি বলবেন, 'বিষয়টি বেশ জটিল। আমি তালিবুল ইলমদের চিনি না। দায়িদের সঙ্গেও আমার পরিচয় নেই...। এভাবে সমস্যার দীর্ঘ তালিকা তোমাকে শুনিয়ে দেবে।'

আল্লাহ তাআলা আলিমদের ভরপুর প্রতিদান দিন। তারা নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে। তারা কোনো প্রশ্নকারীকে ফেরত দেননি। নিরাশ করেননি কোনো তালিবুল ইলমকে।

তুমি কি খুঁজেছ? চেষ্টা করেছ? কাজে নেমেছ?

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

চতুর্বিংশ অভিযাত্রা

সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিশাল জটলা। কেউ হতাশায় মুখ ভার করে আছে। কেউ অপেক্ষা করছে উৎকণ্ঠা ভরে। কেউ পরস্পর বলাবলি করছে—তোমার নিয়োগ কোথায় হয়েছে? কোন গ্রামে হয়েছে? এটি কোথায়? এখান থেকে কত দূরে?

নোটিশবোর্ডের সামনে গ্র্যাজুয়েটদের ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। সবার মুখে মুখে একই আলোচনা—তোমার নিয়োগ কোথায়?

দেশের উত্তর প্রান্তে। অনেক দূরবর্তী এক গ্রামে।

সেখানে তো অনেক সেবা পাওয়া যায় না।

টেলিফোন সুবিধা নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত।

আরেক জন আক্ষেপের স্বরে বলে, 'আমার নিয়োগ হয়েছে দেশের পূর্বাঞ্চলে। সীমান্তের অনেকটা কাছাকাছি। পরিবার-পরিজন ছেড়ে এত দূরে কীভাবে যাব? প্রিয় শহরটার মায়াই বা কীভাবে ছাড়ব?

আমার রান্না কে করবে? কে ঘর ঝাড়ু দেবে? কাপড়চোপড়ই বা কে ধুয়ে দেবে?'

রসিক মেজাজের একজন হেসে বলে, 'আমি পড়েছি বহু দূরের এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। আঁকাবাঁকা পথ আর উঁচুনিচু টিলায় ভরপুর এক গ্রামে।'

একটু থেমে রসাত্মক এক মন্তব্য যোগ করে সে—মাদরাসায় যাওয়া-আসার জন্য একটি পাহাড়ি গাধা কিনব বলে ভাবছি!

সহপাঠীরা একে অপরের কর্মস্থল নিয়ে হালকা রসিকতা করে—বাক্যালাপ করে উচ্চস্বরে। কর্মস্থল পছন্দ না হওয়ায় কেউ অসন্তুষ্ট হয়। কেউ প্রকাশ করে ক্ষোভ। কারও চোখে-মুখে ফুটে ওঠে হতাশা।

কী অসাধারণ যুবক আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন। হৃদয়জুড়ে সে লালন করে দাওয়াতের প্রেরণা। সব সময় ভাবে উম্মাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে।

এতক্ষণ চুপ ছিল সে। নীরবতা ভেঙে ব্যথিত কণ্ঠে সে বলে ওঠে—আমার কর্মক্ষেত্র ঠিক হয়েছে রিয়াদে!

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—'মারহাবা! তোমাকে শুভেচ্ছা! তোমার ভাগ্য অত্যন্ত ভালো!'

কিন্তু যার চেতনা জুড়ে আছে উম্মাহর কল্যাণচিন্তা, কোনোরূপ দুর্বলতা, অলসতা কিংবা বিলাসিতাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। পরদিনই সে দেড়শ মাইল দূরে একটি গ্রামে নিয়োগ পাওয়ার আবেদন করে কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত দেয়।

স্ত্রীকে সে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলে—ওই গ্রামটি দাওয়াতের উর্বর ভূমি। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকার তাঁবু গেড়ে আছে পুরো এলাকাজুড়ে। গ্রামের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সে।

কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ ও মৌলিক কিতাবাদি অধ্যয়ন করে আমরা অবসর সময়গুলো থেকে উপকৃত হব। ট্রাফিক সিগন্যালে আটকা পড়ে আমাদের আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হবে না।

তার মুমিনা স্ত্রী প্রস্তাবে শুধু রাজি হয় যে তা নয়, উৎসাহীও হয়ে ওঠে।

সেই গ্রামে যাওয়ার পর প্রথম যে সমস্যাটা সামনে আসে সেটা হলো—স্ত্রীর শিক্ষকতার জন্য সেখানে কোনো মাদরাসা নেই।

কিন্তু যে যুবক হিম্মত ও দৃঢ় সংকল্পে বুক বেঁধেছে, দাওয়াতের পথে আল্লাহ তাআলা যাকে সবরের নিয়ামত ও সাওয়াবের তামান্না দান করেছেন, সে

স্ত্রীকে বলে, 'আমি তোমাকে পাশের গ্রামে নিয়ে যাব, যেটি এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। আমরা দুজনেই নিজ গ্রামে আল্লাহর পথের দায়ি হব।'

আবু আব্দুল্লাহ আর উম্মে আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তাদের সিক্ত করেছেন কল্যাণের বারিধারায়।

কি শৈথিল্য, কি অলসতা, কি দুর্বলতা—কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। অত্যুচ্চ মনোবল, সংগ্রামী চেতনা ও অবিচল সাধনা আলোকিত করে রাখে তাদের জীবন।

মাদরাসায় তালিম-তরবিয়ত, ঘরে ও মসজিদে বিভিন্ন দ্বীনি প্রোগ্রাম, হিফজুল কুরআনের মজলিস, ক্যাসেট ও বই বিতরণ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসহ দাওয়াহ-বিষয়ক নানান কর্মসূচিতে কাটে তাদের ব্যস্ত সময়।

উম্মে আব্দুল্লাহ বয়স্কা মহিলাদের জন্য একটি দরসের আয়োজন করে। সেখানে তাদের দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় আহকাম শিক্ষা দেয়। ছোট ছোট সুরাগুলো মুখে মুখে মুখস্থ করায়।

অন্তঃসত্ত্বা হয়েও সে থেমে থাকে না। ক্লান্ত দেহে যাতায়াত করে প্রতিবেশীদের বাসায়। নিয়মিত আলোচনা করে মহিলাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মাসায়িল নিয়ে।

আর আবু আব্দুল্লাহ ফজরের সালাতের পর বয়স্কদের জন্য হিফজুল কুরআনের দরসের ব্যবস্থা করে। আসরের সালাতের পর সময় দেয় উঠতি বয়সী তরুণদের। আর মাগরিবের পর আয়োজন করে সবার জন্য উন্মুক্ত দরসের।

নিয়মিত হজ ও ওমরায় যেতেও সে ভুলে না। আবার মসজিদে ইমামতিও করে।

এই অপূর্ব প্রাণশক্তি, অফুরন্ত উদ্যম, কল্যাণের অভিমুখে ছুটে চলার এই দুরন্ত প্রয়াস আলোয় আলোয় ভরে দেয় তাদের জীবন।

অল্প সময়ের মধ্যে তাদের এই বরকতময় কর্মতৎপরতা পাশের গ্রামগুলোতেও বিস্তার লাভ করে।

দেখতে দেখতে কেটে যায় তিনটি বছর...

আমরা সহপাঠীরা আবু আব্দুল্লাহকে শহরে ফিরে আসতে বললে সে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করে। রসিকতা করে বলে—ট্র্যাফিক সিগন্যালে আটকা পড়ে জীবনের এত মূল্যবান সময় বরবাদ করার আগ্রহ আমার মোটেই নেই! তবে তার দাওয়াতের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও সবরের ফলাফলের কথা সে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে।

অফুরন্ত উদ্যমের ঝড়ো হাওয়ায় পালিয়ে যায় গাফলতের মেঘমালা। দুচোখে ভেসে ওঠে সুনীল আসমানের অন্তহীন বিশালতা। গ্রামবাসী যেন জেগে ওঠে নতুন শক্তিতে। আবু আব্দুল্লাহর জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাদের মনমানস।

কত মানুষ তাদের হাতে হিদায়াত লাভ করে!

কত তরুণ ফিরে আসে আলোর পথে!

উম্মে আব্দুল্লাহর হাতে গড়ে ওঠে এমন এক প্রজন্ম, যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জুড়ে দিয়েছে ইসলামের সাথে। দ্বীনের কল্যাণই তাদের জীবন-সাধনা।

গ্রামের মেয়েরা তার দরসে বসে কুরআনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ মুখস্থ করে ফেলে।

মাত্র তিনটি বছরের প্রচেষ্টায় দূরীভূত হলো অজ্ঞতার অন্ধকার—ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল শৈথিল্য ও আলস্যের ভঙ্গুর আয়না।

প্রতিবার বছর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশবোর্ডের কাছে তুমি শুনতে পাবে নানান দুর্বল কণ্ঠ—দুশ্চিন্তা, আরামপ্রিয়তা ও খাওয়া-পরার ভাবনায় জর্জরিত কিছু মানুষের হতাশাপূর্ণ মন্তব্য। অপর দিকে শুনবে কিছু মানুষের উৎসাহ, উদ্যম ও পরিকল্পনার কথা। শুনবে চিরাচরিত সেই আলোচনা—'তোমার নিয়োগ কোথায় হয়েছে?'

হে ইসলামি তারুণ্য! তোমাদের বলছি...

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

পঞ্চবিংশ অভিযাত্রা

মায়ের সঙ্গে সে হাসিমুখে কথা বলে—প্রাণ খুলে গল্প করে। নতুন নতুন সুখবর শোনায়। জানতে চায়—'আম্মু! তোমার কী লাগবে? বলো তোমার জন্য কী আনব? তোমার কী ভালো লাগে?' কথার ফাঁকে কখনো চুমু বসিয়ে দেয় মায়ের কপালে। মায়ের সঙ্গে তার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার এমনই।

চলো না, ওদের বাসায় একটু ঘুরে আসি! কিছুই চাওয়ার সুযোগই দেয় না মাকে। সে নিজেই আগ বেড়ে প্রস্তাব দেয়। মা হয়তো নিজের ইচ্ছের কথা বলতে গিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে পারেন।

মায়ের আগ্রহ দেখে সে সিদ্ধান্ত নেয় কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসবে—যেখানে মা তার শৈশবের মধুময় দিনগুলো কাটিয়েছেন। যে গ্রামের আলো-বাতাসে তিনি বেড়ে উঠেছেন। ছোটবেলার সেই খেলার মাঠ আর পুরাতন মাদরাসাটি দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখজোড়া। স্মৃতির পাতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে শৈশবের ঝলমলে দিনগুলো। প্রাণভরে দোয়া করেন ছেলের জন্য।

কিছুদিন পরপর সে মায়ের হাতে কিছু টাকা তুলে দেয়। অনেক বছর ধরে চলে আসছে এই ধারা। এতে না তার সম্পদ কমেছে, না ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয়েছে।

সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সুযোগ পেলেই মাকে বলে, 'আম্মু! তুমি বাইতুল্লাহর জিয়ারতে কবে যেতে চাও? এই বছরের আবহাওয়া বেশ মনোরম। ভিড়ও কম আলহামদুলিল্লাহ। সব ব্যবস্থা করা আছে। বিশেষ কোনো সমস্যাও নেই। চলো না আম্মু যাই!'

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কিংবা ঘরে ঢুকেই সে মায়ের কপালে চুমু খায়। দোয়া করে তার দীর্ঘ হায়াত ও কাজের বরকতের জন্য।

একদিন সে আশ্চর্য হয়ে শোনে তার মা সুরা ফাতিহা পড়ছে। মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করে—তুমি একজন শিক্ষক। ছাত্রদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করো। অথচ ঘরে তোমার মা সুরা ফাতিহা অশুদ্ধ পড়ে!

এরপর থেকে প্রতিদিন সে কয়েক ঘণ্টা করে মাকে সময় দেয়। ফলে ছোট ছোট সুরাগুলো তার মুখস্থ হয়ে যায়—সুরা ফাতিহাও তিনি বিশুদ্ধভাবে পড়তে শিখে যান।

মায়ের বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা দেখে তার মন নরম হয়ে যায়। মনে পড়ে শৈশবের কথা—মা কত কষ্ট করেই না তাকে প্রতিপালন করেছেন! সুনিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তাকে এত বড় করেছেন! মাকে বলে, 'মা! কীভাবে আমি তোমার প্রতিদান দেবো? তোমার সামান্য কোনো অনুগ্রহেরও বদলা দেয়ার শক্তি যে আমার নেই!'

যুবকটির বয়স এখনো বিশ পেরোয়নি। প্রশান্ত হৃদয়ে সে বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ! যখন থেকে মায়ের হক সম্পর্কে আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি কখনো তাঁকে নির্দেশের স্বরে কিছু বলিনি।'

তার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কখন থেকে তুমি মায়ের হক বুঝতে পেরেছ?'

'তিন বছর আগে আমি মায়ের হক সম্পর্কে একটি বয়ান শুনি। তখন থেকেই আমি এ ব্যাপারে সচেষ্ট হই।

বাবা-মার সঙ্গে আমার আচরণের ভিত্তি হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ.-এর এই হাদিসটি—

فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

"তুমি তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করো।"[১৫]

আমি তাদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিই। সাড়া দিই তাদের যেকোনো আহ্বানে। আমি জানি—যত কিছুই করি তাদের ঋণ আমি কোনোদিনই শোধ করতে পারব না।'

সে তার স্ত্রীকে বলে, 'ইনি আমার মা। তুমি আমার প্রিয় স্ত্রী। তুমি যেমন তোমার মাকে ভালোবাসো, আমিও তেমনই আমার মাকে ভালোবাসি। আমার মায়ের আনন্দই আমার আনন্দ। আমি জানি, তুমি অনেক বুদ্ধিমতী। তোমার আচরণে যেন তিনি কষ্ট না পান। তোমার অন্তরে তার প্রতি যেন কোনো অসন্তুষ্টি না থাকে। তবেই দেখবে তুমি—আমাদের বন্ধন কত মধুর হয়! আমাদের ভালোবাসা কত নিখাদ হয়।'

ভাইদের মধ্যে সেই সবার বড়। জোর দিয়ে সে মাকে বলে, 'আমি তোমার বড় সন্তান। তুমি আমার কাছেই থাকবে। আমাকে ফেলে কোথাও যাবে না। তোমার মেহমানদের জন্য আমার ঘরের দরোজা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকবে। এখানে তুমি তোমার ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের পাশে পাবে। তোমার চোখ জুড়াবে—মন শান্ত হবে।'

প্রতিদিন দুয়েক ঘণ্টা সে মায়ের পাশে বসে। মন দিয়ে তার কথা শুনে। মা নিজের সমস্যাগুলো তাকে খুলে বলেন। আদরের সন্তানকে কাছে পেয়ে তিনি খুলে বসেন স্মৃতির ঝাঁপি—একের পর এক শোনাতে থাকেন ফেলে আসা দিনগুলোর গল্প। ধৈর্য ও আনন্দের সঙ্গে সে শুনতে থাকে। মায়ের মুখে হাসি দেখে খুশিতে ভরে যায় তার মন।

মা সব সময় তার কল্যাণ কামনা করেন। বাইরে কোথাও বের হলে নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য দোয়া করেন। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করেন তার প্রত্যাবর্তনের জন্য। তাকে দেখেই তিনি শান্ত হন।

সে তার মায়ের হক ভালোই অনুধাবন করতে পারে। মনেপ্রাণে চেষ্টা করে মায়ের জন্য কিছু করার। তার অনুগ্রহের ঋণ তো আর শোধ করার মতো নয়—তবুও সে চেষ্টা করে যায় যতটুকু তার সাধ্যে কুলোয়।

ষড়বিংশ অভিযাত্রা

সে দ্বীনি কিতাব বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট চারটি কিতাব নির্বাচন করে—'আকিদা বিষয়ে একটি, মহিলাদের মাসায়িল সম্বন্ধে একটি, বিদআত হতে সতর্কীকরণ বিষয়ে একটি আর চতুর্থটি দিন-রাতের জিকির ও দোয়া সম্পর্কে। বইগুলো ছাপানোর পরিকল্পনার কথা সে কাছের মানুষদের জানায়। কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রকল্পের জন্য অর্থ জমা হতে শুরু করে।

মাত্র চার হাজার রিয়াল—এ দিয়েই আকিদার বইটির দশ হাজারেরও বেশি কপি ছাপিয়েছে সে।

মাঝে মাঝে সে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কিতাবও ছাপায়।

মাদরাসায় তার সহকর্মী শিক্ষকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। তার স্ত্রী বিষয়টি নিজের শিক্ষিকা-সহকর্মীদের সামনে তুলে ধরলে তারাও বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নেয়।

যথারীতি শেষ হয় ছাপার কাজ। প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে একশ কপি করে হাদিয়া দেয়া হয়—যাতে তারা ইচ্ছেমতো বিতরণ করতে পারে।

সে অবাক হয়ে দেখে বইগুলো সংগ্রহের জন্য মানুষ দলে দলে ভিড় জমাচ্ছে। জনসাধারণের মাঝে তৈরি হয়েছে এগুলোর ব্যাপক চাহিদা।

এক বিত্তশালীর সঙ্গে দেখা করে বইগুলো তাকে দেখায়। স্বল্প ব্যয়ে অত্যন্ত উপকারী এই প্রকল্পের কথা তাকে বোঝালে সেও ছাপাতে রাজি হয়।

কল্যাণপ্রকল্প হিসেবে এই পদ্ধতিটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নতুন নতুন বইয়ের অনুসন্ধান করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এই প্রকল্পের হাত ধরে অজ্ঞ একটি জনগোষ্ঠী জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—নবজীবন লাভ করে কল্যাণের বারিধারায়।

তার ছাপানো মূল্যবান কিতাবগুলো ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে।

একটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা; একজন মানুষের সামান্য উদ্যোগ কত বড় কল্যাণ ডেকে আনে জাতির জীবনে!

ভাবলেই অবাক হতে হয়।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?

সপ্তবিংশ অভিযাত্রা

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলায় সে। চোখেমুখে তার ফুটে ওঠে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিহ্ন। অতীতের অবহেলা ও অলসতার প্রতিকার করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ওখানে কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে দিনাতিপাত করছে কত ভাই! অনেকের তো দেখতে যাওয়ারও কেউ নেই। কেউ তাদের সান্ত্বনা দেয় না। দ্বীনের পথে উঠে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করে না। তাদের গিয়ে কেউ বলে না—'আমি তোমাদের ভালোবাসি। এখানে তোমরা যে কষ্ট ভোগ করছ, এর দ্বারা তোমাদের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

ওরা আমাদের ভাই—অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে যারা মাথা কুটে মরে। যাদের অসহায় আর্তচিৎকার গুমরে ফিরে কংক্রিটের ভাঁজে ভাঁজে। তারা যেন ডাক দিয়ে বলে—'কোথায় তোমরা?'

তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছুটে যায় কল্যাণের অভিযাত্রী। হাতে থাকে বই কিংবা বয়ানের ক্যাসেট। মুলাকাত করে তাদের সঙ্গে; উপদেশ দেয় আর তাওবা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাদের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে বলে—'কখনো পদস্খলন থেকেই সূচনা হয় সাফল্য ও কল্যাণের।'

আসা-যাওয়ার এই ধারাবাহিকতায় তারা তাকে ভালোবেসে ফেলে। তার সাক্ষাৎ পেতে তারা উদগ্রীব হয়ে থাকে। উৎকর্ণ হয়ে তার কথা শোনে।

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

ওদিকে ইঙ্গিত করে সে। চোখ বেয়ে তার গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। ব্যথাতুর কণ্ঠে বলে—সে ঘরের বাসিন্দারা কথা বলে না।

শ্রোতা বন্ধুটি বলে, ‘তুমি নিশ্চয় কবরের কথা বলছ—তাই না?’

সে উত্তর দেয়, ‘নাহ! তোমার ধারণা ঠিক হলেই ভালো হতো। কিন্তু...!’

চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে সেই ঘর দেখাই, যার বাসিন্দারা জীবিত কিন্তু নির্বাক নিস্পন্দ—যেন অনুভূতিহীন নিশ্চল মাংসপিণ্ড।

তুমি দেখবে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। গড়িয়ে পড়ছে কপোল বেয়ে। তুমি চাইলেও পারবে না সে অশ্রু মুছে দিতে।

ধীরে ধীরে তারা হেঁটে যায় ওদিকে। ব্যথিত হৃদয়ে বলতে থাকে ওদের দুঃখগাথা আর কষ্টের কাহিনী। তারা তো আরোগ্য নিকেতনের অতিথি!

বন্ধুটি সেখানে যায়। স্বচক্ষে দেখে আসে তাদের দুর্ভোগ। বাড়ি আসার পরও তার চোখে ভাসতে থাকে বিভীষিকাময় সেই দৃশ্যগুলো। কিছুতেই সে ভুলতে পারে না তাদের দুঃসহ বেদনার দাস্তান।

বিবেকের তাড়নায় অবশেষে দুটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে—ক. তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। এবং খ. তাদের খুশি ও আনন্দের জন্য কাজ করে যাবে। তারা সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত ও পরিবারচ্যুত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবান যে দুয়েক মাসে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎ পায়—তাও কয়েকটি মিনিটের জন্য। তারা পুরোপুরি জীবিতও নয়; আবার মৃতও নয়—তারা জীবনমৃত।

আছে কোনো উদ্যোগী?

আছে কোনো অভিযাত্রী?
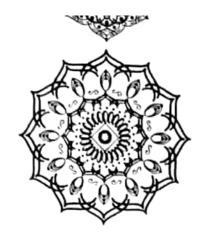
শেষের কথা

প্রিয় বন্ধু!

বইটি একটু নেড়েচেড়ে দেখে কিংবা কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে একপাশে সরিয়ে রেখেই নিজেকে কর্তব্যমুক্ত মনে কোরো না।

একটি ধাপ হলেও সম্পূর্ণ করার চেষ্টা কোরো। একটি মাত্র উদ্যোগ হলেও হাতে নাও। যেভাবেই পারো নাম লেখাও অভিযাত্রীদের তালিকায়।

সাবধান! পিছিয়ে পড়ো না অভিযাত্রীদের কাফেলা থেকে। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ তরুণদের হিম্মত থেকে যেন তোমার হিম্মত কম না হয়। তাদের উদ্দীপনা ও ধৈর্য যেন তোমাকে ছাড়িয়ে না যায়।

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। সাহস হারিয়ো না। ছিটকে পড়ো না জান্নাতের কাফেলা থেকে। সরে পড়ো না কল্যাণের অভিযাত্রা ছেড়ে।

অফুরান উদ্যমে অবিরাম অভিযাত্রা...

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ؟

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্বে কোনো বান্দা তার পদযুগল আপন স্থান হতে সরাতে পারবে না—

- জীবনকাল কোথায় অতিবাহিত করেছে?
- যৌবন কোন পথে ক্ষয় করেছে?
- সম্পদ কোত্থেকে উপার্জন করেছে এবং কোন খাতে খরচ করেছে?
- অর্জিত ইলম দ্বারা কী আমল করেছে?'

(আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ১১১)

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক তেইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। পার্থিব জীবনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সংগ্রহ করতে হয় অনন্ত জীবনের পাথেয়। অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না, আখিরাতের উৎকৃষ্ট পাথেয় কোনগুলো; আর তা কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়। যাপিত জীবনের নানান ব্যস্ততায় কখনো-বা আমরা হারিয়ে ফেলি উদ্যম। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে নেমে আসে আলস্য ও শৈথিল্য। 'আছে কোনো অভিযাত্রী?' মূলত আলোর পথের যাত্রীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশিকা। পাঠক এখানে পাবে উৎকৃষ্ট পাথেয়ের সন্ধান। এই বইয়ের নিবিড় অধ্যয়ন নির্জীব মনকে সজীব করে তুলবে। অলস হৃদয়কে ভরে দেবে অতুলনীয় উদ্যমে।

এই বইয়ে সন্নিবেশিত মূল্যবান নির্দেশনাসমূহ যেন আখিরাতের স্তূপীকৃত পাথেয়। পাশে ঘোড়া থামিয়ে মুসাফির একটি একটি করে তুলে নেবে প্রয়োজনীয় রসদ। যাত্রাপথে যখনই তাকে শৈথিল্য পেয়ে বসবে কিংবা আলস্য হাতছানি দেবে—তখন বইটির পাতা উল্টালেই সে পেয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু, পূর্ণ হবে তার মনোবাঞ্ছা।

বেশি দূরে যেতে হবে না। আশা করি দুয়েক পাতা খুঁজতেই পেয়ে যাবে—যদি তার মনোবল দৃঢ় থাকে; হৃদয়ে যদি লালন করে ইসলামের সেবায় উৎসর্গিত হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কিংবা আসমানের বিশালতায় তাওহিদের ঝান্ডা সমুন্নত দেখতে যদি সে ভালোবাসে।